বাংলাদেশের রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা।

GIFT

সুলতানা নাজমীন

Dhaka University Library
382783

382783

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

তত্ত্বাবধায়ক

তারিখঃ 24.07.98
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

ডঃ ডালেম চন্দ্র বর্মন
অধ্যাপক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশের রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহনঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে এম.ফিল. ডিগ্রী অর্জনের জন্য উপস্থাপিত।

জুলাই, ১৯৯৮

গবেষক
সুলতানা নাজমীন
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

382783

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

তত্ত্বাবধায়ক
ডঃ ডালেম চন্দ্র বর্মন
অধ্যাপক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
	কৃতজ্ঞতা স্বীকার	i – ii
অধ্যায় ১	ভূমিকা ও গবেষণা পদ্ধতি	১–২১
	১.ক. ভূমিকা	২
	১.খ. গবেষণার পরিধি	১৩
	১.গ. উদ্দেশ্য	১৪
	১.ঘ. গবেষণা পদ্ধতি	১৫
	১.ঙ. অভিসন্দর্ভ বিন্যাস	১৮
অধ্যায় ২	বাংলাদেশের রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণঃ পটভূমি ও বর্তমান অবস্থা	২২–৬৭
	২.ক. বাংলাদেশের নারী আন্দোলন ও রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণের ঐতিহাসিক পটভূমি	২৩
	২.খ. বাংলাদেশের মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা	৪২
	২.গ. বাংলাদেশের মহিলাদের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা	৫২
	২.ঘ. বাংলাদেশের জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা	৬৪
অধ্যায় ৩	মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সমস্যাবলী	৬৮–৮০
অধ্যায় ৪	প্রস্তাবিত সুপারিশমালা	৮১–১০২
অধ্যায় ৫	সারমর্ম ও উপসংহার	১০৩–১০৯
	নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী	১১০–১১৪

382783

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই মহিলা। এ অর্ধেক মহিলাকে রাজনৈতিক কর্মকান্ড থেকে দূরে রেখে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব না। তাই দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য অন্যান্য ক্ষেত্রের মত রাজনৈতিক কর্মকান্ডেও মহিলাদের অংশগ্রহণ অপরিহার্য। কিন্তু দেশের অধিকাংশ মহিলাই রাজনৈতিকভাবে সচেতন নয় এবং রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করছে না।

একথা ভেবে 'বাংলাদেশের রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা' শিরোনামে বর্তমান গবেষণা অভিসন্দর্ভে আমি মহিলাদের রাজনৈতিক কর্মকান্ডের বিভিন্ন দিক তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। নানা প্রতিকূলতার মধ্যে গবেষণা কাজটি সমাপ্ত করতে হয়েছে বলে এুটি-বিচ্যুতি থাকা স্বাভাবিক। তবে একথা সত্য যে, গবেষক হিসেবে আমার ধৈর্য্য ও আন্তরিকতার কোন অভাব ছিল না। গবেষণা কর্মটি সম্পাদনকালে আমি অনেকের কাছ থেকেই সহযোগিতা, পরামর্শ, নির্দেশনা ও উৎসাহ পেয়েছি – যা ছাড়া আমার পক্ষে এটি শেষ করা সম্ভব হত না। এ প্রসঙ্গে আমি সর্বাগ্রে গভীর শ্রদ্ধার সাথে উল্লেখ করতে চাই আমার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ডালেম চন্দ্র বর্মন – এর নাম। তিনি গবেষণা প্রস্তাব তৈরী থেকে শুরু করে প্রশ্নপত্র তৈরী করা, তথ্য-সংগ্রহ পদ্ধতি নির্ধারণ, উওরদাতার ধরন নির্বাচন, তথ্য বিশ্লেষণ ও তত্ত্বগত কাঠামো উন্নয়নসহ প্রতিটি পর্যায়েই যথেষ্ট ধৈর্যের সাথে সময় ব্যয় করেছেন, পরামর্শ দিয়েছেন, দিক নির্দেশনা দিয়েছেন, সহযোগিতা করেছেন এবং সর্বোপরি উৎসাহ যুগিয়েছেন। এমন একজন গুণী তত্ত্বাবধায়কের অধীনে কাজ করতে পেরে আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ এবং গৌরবান্বিত।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাথমিকভাবে আমি আমার বাবা-মায়ের উৎসাহে কাজটি সম্পাদন করতে উৎসাহিত হয়েছিলাম। তাঁদের প্রতি আমি আমার গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আমি একই সাথে আমার স্বামী জনাব মোঃ আফজাল হোসেনের প্রতিও শ্রদ্ধা প্রকাশ করছি। তাঁর প্রেরণা, ঐকান্তিক সমর্থন ও সার্বিক সহযোগিতা আমাকে কাজটি সম্পাদনে শক্তি যুগিয়েছে। আমাকে আরও যারা ঋণী করেছেন তাঁদের মধ্যে উত্তরদাতারাও অন্যতম। আমি তাঁদের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। দীর্ঘ অভিসন্দর্ভটি অতি যত্নের সাথে কম্পিউটার কম্পোজ করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যুরো অব বিজনেস রিসার্চ অফিসের সিনিয়র এসিস্ট্যান্ট জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন। তাঁকেও আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
জুলাই, ১৯৯৮

সুলতানা নাজমীন

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় ১

ভূমিকা ও
গবেষণা পদ্ধতি

Dhaka University Institutional Repository

১.ক. ভূমিকা

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ। শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞানচর্চা, রাজনীতি, দর্শন প্রভৃতি ক্ষেত্রে যেসব দেশগুলো পিছিয়ে আছে সেসব দেশকে আমরা তৃতীয় বিশ্ব বলে থাকি। তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত আমাদের বাংলাদেশের বর্তমান লোকসংখ্যা প্রায় সাড়ে বার কোটি। আর এ সাড়ে বার কোটি জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই মহিলা। নাগরিক হিসেবে এ অর্ধেক মানব সম্পদকে দূরে সরিয়ে রেখে এদেশের গণতন্ত্রকে সুসংহত করা, কাংখিত উন্নয়ন সাধন এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। তাই "এ অর্ধেক জনগোষ্ঠীর চাহিদা ও আশা-আকাংখার প্রতিফলন সমাজ তথা জাতীয় উন্নয়নে থাকা একান্তই আবশ্যক।"[১] বাংলাদেশের মহিলাদের অজস্র সমস্যা সত্ত্বেও তারা এদেশের উন্নয়নের অংশীদার ও সহায়ক শক্তি হতে পারে। এদেশের মহিলাদের উৎপাদনশীলতা, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, দূরদৃষ্টি,প্রশাসনিক ক্ষমতা, সততা, নেতৃত্বগুণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা যেকোন পুরুষের তুলনায়ই কম নয়। অথচ বাংলাদেশের বিদ্যমান প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, মহিলাদের অংশগ্রহণ অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও ততটা সুদৃঢ় ও গুরুত্ববহ নয়। সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণকারী মহিলাদের সংখ্যা যেমন কম তেমনি তারা রাজনৈতিকভাবে অসক্রিয়, অসংগঠিত এবং অসচেতন। মহিলাদের এ পশ্চাৎপদতার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে বাংলাদেশে বিদ্যমান পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কাঠামো। তাছাড়া, অন্যান্য সামাজিক বাধাগুলোও এখানে সক্রিয়ভাবে

Dhaka University Institutional Repository

কার্যকর। ইতিহাসের গতানুগতিক ধারা, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মহিলা ইস্যু নিয়ে সদিচ্ছা ও উৎসাহের অভাব, শক্তিশালী জাতীয় নারী সংগঠনের অভাব, সন্ত্রাস, সামাজিক অনুশাসন, কুসংস্কার, ধর্মীয় অপব্যাখ্যা, বিকৃত ফতোয়াবাজি, প্রাচীন সংরক্ষণশীল মূল্যবোধ, পরিবারে মহিলাদের বহুমুখী দায়িত্বশীলতা, আইনগত সীমাবদ্ধতা, অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা ইত্যাদি বিষয় মহিলাদের প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।

সংবিধানের ১৯ নং ধারার ১নং উপধারায় বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্র সকল নাগরিকের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধার নিশ্চয়তা দিবে। সংবিধানের ৬৫ নং ধারার ৩ নং উপধারায় লিখিত আছে যে, মহিলারা যে কোন স্থান থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন। ১৯৭২ সালে সংবিধান রচনার সময় মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মহিলাদের জন্য ১৫টি আসন দশ বছরের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছিল। এ ১৫টি আসনের নির্বাচন করা হত নির্বাচিত সাংসদদের ভোটে। ১৯৭৮ সালে এ আসন সংখ্যা বাড়িয়ে ৩০-এ উন্নীত করা হয়। ১৯৯১ সালে দশম সংশোধনীর মাধ্যমে ৩০টি আসন সংরক্ষনের ব্যবস্থা আরও ১০ বছরের জন্য বর্ধিত করা হয়। কিন্তু বাস্তবে লক্ষ্য করা যায় যে, এই সংরক্ষিত আসনগুলোর সদস্যগণ নির্বাচিত হচ্ছেন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সমর্থন ও মনোনয়নের মাধ্যমে।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে মহিলারা কত দুর্বল এবং কত অসংহত অবস্হানে রয়েছে তা সাধারণ নির্বাচনগুলোতে তাদের প্রার্থীতার তুলনামূলক হার দেখলে সহজেই অনুমান করা যায়। "১৯৮৬-এর নির্বাচনে ১.৩ এবং পূর্ববর্তী নির্বাচনগুলোতে মহিলারা মোট প্রার্থীর ১ শতাংশও ছিলেন না।[২] তবে আশির দশকের শেষদিকে ও নব্বইয়ের দশকের বিভিন্ন নির্বাচনে এবং রাজনৈতিক অঙ্গনে নারীর অংশগ্রহণ এবং শক্তি কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পেয়েছে। "১৯৯১ সালের নির্বাচনে মোট মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ১.৫ অংশ। জুন '৯৬ এর নির্বাচনে তা দাড়িয়েছে প্রায় ১.৯-এ।"[৩]

১৯৯৬ সালের নির্বাচনে আওয়ামীলীগ ৪জন এবং বি.এন.পি. ও জাতীয় পার্টি ৩জন করে মহিলা প্রার্থীকে মনোনয়ন দান করে। গণ- ফোরামই একমাত্র ৭ জন মহিলাকে নির্বাচনে মনোনয়ন দেয়। জামায়াতে ইসলাম কোন মহিলাকে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন দেয়নি। সে অর্থে বর্তমানে বাংলাদেশের নির্বাচনে প্রার্থীতার ক্ষেত্রে এবং ভোটদানে মেয়েদের প্রতিনিধিত্ব তেমন নেই বললেই চলে। ফিতোয়াবাজির কারণেও মেয়েরা নির্বাচনে তাদের প্রার্থীতার ক্ষেত্রে এবং ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছেন। ১৯৯১ সালে ফতোয়াবাজির কারণে রাজনৈতিকভাবে সচেতন মেয়েরাও ভোট কেন্দ্রে যেতে পারেননি। এছাড়া ১৯৯৭ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনেও মহিলারা প্রার্থী হিসেবে, ভোটার হিসেবে এবং নির্বাচনের অন্যান্য কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ফতোয়াবাজদের দ্বারা একইভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছেন। "১৯৯১ সালে ফেনীতে এ ধরনের এক

Dhaka University Institutional Repository

ফতোয়াবাজির কারণে প্রায় ৩০ হাজার মহিলা ভোটার ভোটদান করতে পারেননি।"[৪] তাছাড়া, বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোও মহিলাদের অবস্থার উন্নতি এবং লিঙ্গ ভেদে সমতা ও সমানাধিকার অর্জনের জন্য তেমন কোন বাস্তবমূখী ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। শুধুমাত্র মহিলা হওয়ার কারণে অনেক যোগ্য মহিলা প্রার্থীও তাদের দলের পক্ষ থেকে মনোনয়ন পায়না। নিজ নিজ দলের পক্ষ থেকে মহিলারা বৈষম্যের স্বীকার হচ্ছেন। যেসব মহিলারা তাদের দল থেকে মনোনয়ন পাননি তাদের ধারণা মনোনয়ন পেলে হয়ত তারা নির্বাচনে জয়ী হতে পারতেন। রাজনৈতিক দলগুলো মনে করে যে, মহিলা প্রার্থী মনোনয়ন দিলে তাঁরা নির্বাচনে জয়ী হতে পারবেন না। কারণ, মহিলাদের চেয়ে পুরুষ প্রার্থী ভোটারদের কাছাকাছি পৌঁছতে পারবেন এবং সে কারণেই তারা মহিলাদের চেয়ে বেশী ভোট পাবেন। একজন পুরুষ প্রার্থী সার্বক্ষনিক প্রচার কার্যে নিয়োজিত হতে পারেন, কিন্তু একজন মহিলা প্রার্থী তা পারেন না। তাছাড়া, একজন পুরুষ পারিবারিক ও সাংসারিক কাজের ঝামেলামুক্ত হয়ে নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে বেশী সফলতা লাভ করতে পারেন যা একজন মহিলা প্রার্থীর পক্ষে সব সময় সম্ভব হয় না। উপর্যুপরি মহিলাদের মধ্যে যথেষ্ট রাজনৈতিক শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব রয়েছে। সর্বোপরি, মহিলাদের আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে নির্বাচনে যে বিশাল খরচ হয় তা অনেকেই বহন করতে পারেন না। নির্বাচনী রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণের ইতিহাস পুরুষদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অল্পদিনের এবং সে কারণে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সকল বিষয়ে তাদের অভিজ্ঞতাও কম। এসব নানাবিধ বাধা বিপত্তির কারণে রাজনীতিতে মহিলরাদের অংশগ্রহণ সীমিত পর্যায়ে রয়েছে। অবশ্য

Dhaka University Institutional Repository

অনেক উন্নত দেশের মহিলারাও মাত্র গত ২০-৩০ বছর পূর্বে তাদের ভোটাধিকার লাভ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৬৭ সালে অস্ট্রেলিয়া, ১৯৭১ সালে সুইজারল্যান্ড, ১৯৭৬ সালে পর্তুগাল, ১৯৮০ সালে ইরাক এবং ১৯৮৬ সালে মধ্য আফ্রিকার মহিলারা তাদের ভোটাধিকার লাভ করেছেন।

বাংলাদেশের প্রধান দু'টি রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন দু'জন মহিলা ব্যক্তিত্ব এবং ১৯৯১ সাল থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী এবং জাতীয় সংসদের বিরোধী দলের নেত্রীর পদেও তাদেরই অবস্থান ছিল এবং রয়েছে। এ অবস্থা সত্ত্বেও বাংলাদেশের রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণের হার ও সক্রিয়তার তেমন কোন উন্নতি ঘটেনি। বরং "রাজনীতির অঙ্গনে দুই নেত্রীর প্রাধান্য ও প্রচন্ড দৃশ্যমানতার পাশাপাশি বিরাজ করছে প্রায় নারী শূন্যতা।"[৫] পরপর এই দু'জন নেত্রী নেতৃত্বে এসেছেন মূলতঃ উত্তরাধিকার সূত্রে। কাজেই, হাতে গোনা কয়েকজন নারীর রাজনীতিতে আবির্ভাব হওয়া এবং দু'একজনের রাষ্ট্র প্রধান বা সরকার প্রধান নির্বাচিত হওয়া রাজনীতিতে তাদের অংশগ্রহণ পুরোপুরি নিশ্চিত করে না।

এটা খুবই দুঃখজনক যে, মহিলাদের মৌলিক মানবাধিকারের ইস্যুগুলো নিয়ে আজ পর্যন্ত সংসদে কোন আলোচনা হয়নি বা কোন বিলও পাশ করা হয়নি। সংবিধান স্বীকৃত অধিকারগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও আজ পর্যন্ত তেমন কোন বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। তবে মহিলা সংগঠনগুলো এবং দেশের

Dhaka University Institutional Repository

এন.জি.ও.গুলো দীর্ঘকাল ধরে মহিলাদের মৌলিক অধিকার বাস্তবায়ন ও মহিলাদের বিরুদ্ধে সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপের জন্য আন্দোলন করে চলছে। বাংলাদেশ জাতিসংঘের সিডও সনদে স্বাক্ষরকারী অন্যতম একটি দেশ। কিন্তু তা সত্ত্বেও এদেশের মহিলাদের সমঅধিকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে আসছে তাদের অধিকারের পরিপন্থী কিছু আইন কানুন এবং সামাজিক প্রথা-পদ্ধতি।

এ পর্যায়ে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বলতে কি বুঝায় সে সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা প্রয়োজন। "Political participation includes conscious participation in activities, knowledge about politics, interest in politics, feeling of political competence and efficiency."[৬] অবশ্য রাজনীতিতে অংশগ্রহণের মধ্যে আরও অনেক কর্মকান্ড অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। যেমন, জনগণের সে সব কর্মকান্ড যা সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রভাবিত করে বা সরকারের সিদ্ধান্তের সমর্থন বা প্রতিবাদ করে। এছাড়াও, "Political participation may also include protests, riots, demonstration and even violence to convince or influence public authorities."[৭] কাজেই রাজনীতিতে অংশগ্রহণের পূর্বশর্ত হলো সচেতনভাবে রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ, ভোটপ্রদান, নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া, রাজনৈতিক দলের সদস্য হওয়া, রাজনীতি সম্পর্কে জ্ঞান ও ধারণা, রাজনীতি বিষয়ে আগ্রহ ও উৎসাহ এবং রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ও কর্মক্ষমতা অর্জনসহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ। মহিলাদেরকে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করাতে হলে নীতি

Dhaka University Institutional Repository

নির্ধারণ তথা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদেরকে সম্পৃক্ত করতে হবে। রাজনৈতিক দলে সক্রিয় সদস্যপদ লাভের মাধ্যমে মহিলারা তাদের অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করতে পারে। জনসভা, প্রতিবাদ, মিছিল মিটিং ইত্যাদি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার মত পরিবেশ আমাদের সমাজে এখনো তৈরী না হলেও এসব কর্মকান্ডে মহিলাদেরকে অংশগ্রহণ করতে ক্রমশঃ এগিয়ে আসতে হবে। তাহলেই রাজনৈতিক কর্মকান্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণের হার ও মাত্রা ত্বরান্বিত হবে।

গণতন্ত্র ও সমতার ভিত্তিতেই নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এজন্য আবার গণতন্ত্রের বিকাশ ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ অপরিহার্য। রাজনীতির ক্ষেত্রে মহিলাদের উপস্থিতি যদি নগন্য হয় অথবা রাজনৈতিক অঙ্গনে গৃহীত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে যদি তারা সচেতন না হয় তাহলে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় তাদের অপর্যাপ্ত উপস্থিতি এবং সীমিত অংশগ্রহণের কারণে মহিলা সমাজ ও রাষ্ট্রীয় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে একটা বিরাট ব্যবধান পরিলক্ষিত হবে। রাজনীতিতে মহিলাদের যথাযথ অংশগ্রহণ না থাকলে তারা তাদের স্বার্থ উপস্থাপন ও সংরক্ষণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে।

বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ দু'টি রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বি.এন.পি-র নেতৃত্ব দিচ্ছেন দু'জন মহিলা ব্যক্তিত্ব। তাদের নেতৃত্বে এ দু'টি দল পর্যায়ক্রমে একবার করে ক্ষমতায়ও এসেছে। তবে এ দু'জন নেত্রীও স্বতঃস্ফুর্তভাবে রাজনীতিতে বা নেতৃত্বে আসেননি। তাঁরা দু'জনই নেতৃত্বে এসেছেন উত্তরাধিকার

Dhaka University Institutional Repository

সূত্রে। ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এক নৃশংস সামরিক অভ্যুত্থানে সপরিবারে নিহত হবার পর বাংলাদেশ আওয়ামীলীগে নেতৃত্বের সংকট দেখা দেয়। এই সংকট মেটাবার প্রয়োজনে বিদেশে থাকাকালেই বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে দলের শীর্ষ নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত করা হয় এবং তাঁর প্রয়োজন হয় দেশে ফিরে দলের নেতৃত্ব দানের। আবার ১৯৮১ সালে এক সামরিক কোন্দলে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান নিহত হওয়ার পর তাঁর দল বি.এন.পি-তেও একই ভাবে নেতৃত্বের সংকট দেখা দেয়। সে সময় নিহত প্রেসিডেন্টের কোন যোগ্য পুরুষ প্রতিনিধি বা উপযুক্ত সন্তান না থাকায় বেগম জিয়াকে দলের কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় আনা হয় এবং উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর নেতৃত্বকেই সকলে মেনে নেয়। "বিষয়টি এমন যেন, মহিলা রাজনীতিকরা অধিকাংশই তাঁদের স্বামী বা পিতার অসমাপ্ত স্বপ্ন এবং নীতিগুলোর বাস্তব রূপায়নের জন্যই রাজনীতিতে এসেছেন"[৮]। এভাবে রাজনীতিতে মহিলাদের অবির্ভাব কখনই বাংলাদেশের রাজনীতিতে এদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করছে না"[৯]। সুতরাং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলের নেত্রী মহিলা হলেও এবং এদের প্রত্যেকেই একাধিক আসনে জয়লাভ করলেও সে অবস্হা থেকে বাংলাদেশের মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের প্রকৃত অবস্হা বিশ্লেষণ করা যায় না বা বিশ্লেষণ করা ঠিক হবে না। আবার রাষ্ট্রপ্রধান মহিলা হলেও সমাজ ও রাষ্ট্র কিন্তু প্রকৃতপক্ষেই পুরুষ শাসিত। আর সে কারণেই সরকার প্রধান মহিলা হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক উপদেষ্টা, মন্ত্রী পরিষদ, সংসদ সদস্য এবং দলীয় নেতা ও দলীয় সদস্যমন্ডলীর বেশীর ভাগই পুরুষদের দখলেই থাকছে। কাজেই "দু'একজন মহিলা

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারপ্রধান নির্বাচনই মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে না।[১০] তাছাড়া, নির্বাচনে জনসাধারণ যখন ভোট দেয় তখন জনসাধারণের সিংহভাগই মূলতঃ এসব নেত্রীদের ব্যক্তিগত যোগ্যতা, সততা বা দক্ষতা দেখে ভোট প্রদান করে না। বরং তাদের নিহত পূর্ব পুরুষদের প্রতি সহানুভূতি বা আনুগত্য থেকে এবং মরহুমের যোগ্যতাকে লক্ষ্য করে ভোট দেয়।

দেশের অধিকাংশ মহিলার অবস্থান যখন গ্রামে তখন তারা সমাজের অন্যান্য দরিদ্র অংশের মতই অবহেলিত ও উপেক্ষিত। রাজনীতি সম্পর্কে যেমন তারা অজ্ঞ তেমনি তাদের অভাব রয়েছে শিক্ষা ও সচেতনতার। যার ফলে রাজনীতিমুখী কর্মক্ষেত্রে বা রাজনীতির অঙ্গনে তাদের উপস্থিতি একেবারে নেই বললেই চলে। অথচ দেশের সামগ্রিক ও সুষম উন্নয়নের জন্য অন্যান্য কর্মকান্ডের মত রাজনৈতিক কর্মকান্ডেও মহিলাদের ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত করা একান্ত প্রয়োজন। রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ড ও পরিচালন প্রক্রিয়ায় পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদেরও সমান অংশীদারিত্ব থাকা প্রয়োজন। জাতীয় পর্যায় থেকে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত মহিলা ও পুরুষকে সমানভাবে উদ্বুদ্ধ করলে তারা দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে কার্যকর ভুমিকা রাখতে পারবে। আর এ উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় মহিলাদেরকে সম্পৃক্ত করণের মূল হাতিয়ার হচ্ছে তাদের ক্ষমতায়ন। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, মহিলাদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের বিষয়টি এখন পর্যন্ত একটি আকাশ কুসুম স্বপ্ন হিসেবেই রয়ে গেছে। রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন বলতে শুধুমাত্র ভোট দেওয়া ছাড়াও প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণসহ অনেক কিছুই বুঝায়। এ

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মহিলারা তাদের নিজ নিজ অবস্থান বা সামাজিক মর্যাদা সম্পর্কে সজাগ হবে। তাদের নিজস্ব শক্তি বৃদ্ধি পাবে ও পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যোগ্যতা অর্জন করবে। দেশের বিদ্যমান সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রতি সোচ্চার হবে এবং নিজস্ব শক্তি বৃদ্ধির জন্য সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ন হয়ে সকল বৈষম্য দূরীকরণ তথা মহিলা-পুরুষ সমতার লক্ষ্য অর্জনে সমর্থ হবে। মহিলাদের ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য এমন একটি উন্নত ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ সৃষ্টি করা যেখানে মহিলাদের পাশাপাশি পুরুষ নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করবে এবং শোষণ ও নির্যাতনের অবসান ঘটাবে। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, মহিলাদের ক্ষমতায়ন কিন্তু পুরুষকে বাদ দিয়ে নয় অথবা মহিলা-পুরুষের মধ্যে বিদ্বেষমূলক সম্পর্ক সৃষ্টি করাও নয়। বরং পুরুষকে সহায়ক শক্তি হিসেবে সঙ্গে রেখে সামগ্রিকভাবে মহিলাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি,শক্তি সৃষ্টি এবং অধিকার নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে একথা বলা যায় যে, এদেশের রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ এবং তাদের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করা খুব সহজ নয়। শুধু বাংলাদেশ নয়, পৃথিবীতে এমন একটি দেশও নেই যেখানে মহিলারা পুরুষদের সমান রাজনৈতিক মর্যাদা ও সুযোগ ভোগ করছে অথবা রাজনৈতিক প্রভাব রাখছে। সারা বিশ্বে রাজনৈতিক নেতৃত্বে মহিলাদের উপস্থিতির হার শতকরা মাত্র ৫ থেকে ১০ ভাগ। "সারা বিশ্বে মন্ত্রী পর্যায়ে মহিলারা শতকরা মাত্র ৪ ভাগ পদে নিয়োজিত

Dhaka University Institutional Repository

রয়েছেন। ৮০ টিরও বেশী দেশে মহিলারা মন্ত্রীর কোন পদে নিয়োজিত নেই।[১১] তবে বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যেই মহিলাদের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্নমুখী কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। মহিলাদেরকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে পল্লী এলাকায় মেয়েদের জন্য খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচী প্রবর্তন করা হয়েছে। পাশাপাশি মহিলাদেরকে শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য মাধ্যমিক পর্যায়ে মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়েছে এবং উপবৃত্তি প্রবর্তন করা হয়েছে। দেশের তৃনমূল পর্যায়ের বিশাল জনগোষ্ঠীকে বিশেষ করে মহিলাদেরকে রাজনীতি ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত করার একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হচ্ছে ১৯৯৭ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে মহিলাদের সংরক্ষিত আসনে প্রথম বারের মত সরাসরি নির্বাচন। ১৯৯৭ সালের ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন হয়েছে সর্বমোট ৪৩৩০[১২]টি ইউনিয়নে। এই নির্বাচনে প্রতিটি ইউনিয়নকে ৩টির পরিবর্তে ৯টি ওয়ার্ডে ভাগ করা হয়। প্রত্যেকটি ওয়ার্ড থেকে একজন করে সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। এ নয়টি ওয়ার্ডের জন্য ৩টি মহিলা সদস্য আসন অর্থাৎ প্রতি ৩টি ওয়ার্ডে একজন করে মহিলা সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। এভাবে নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের প্রত্যেকের নির্বাচনী এলাকা ছিল তিনটি ওয়ার্ড মিলিয়ে। এজন্য একজন মহিলা প্রার্থীকে প্রচারণা চালাতে হয়েছে তিন ওয়ার্ড জুড়ে। অন্যদিকে ভোটারদের ভোট দিতে হবে একটি চেয়ারম্যানের জন্য, একটি সাধারণ মেম্বারদের জন্য এবং তৃতীয়টি মহিলা আসনের সদস্য প্রার্থীদের জন্য। মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত তিনটি সদস্য আসন ছাড়াও চেয়ারম্যান পদে কিংবা সাধারণ সদস্য পদে একজন মহিলা

আগের মতই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন। সংরক্ষিত আসনগুলোতে অংশগ্রহণকারী ও নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের মধ্যে যদি কোন না কোন ভাবে সচেতনতা সৃষ্টি করা যায় তাহলে আগামী পাঁচ বছরে তৃনমূল পর্যায়ে বাংলাদেশের নারী শক্তি উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ করে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে একটা বিরাট পরিবর্তন আশা করা যায়। কাজেই ইউনিয়ন পর্যায়ের নির্বাচনে মহিলাদের সম্পৃক্ত করার এ সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে ভবিষ্যতে যুগান্তকারী পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ন পদক্ষেপ। কারণ, স্থানীয় সরকারের মূল ভিত্তি হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদ। তদুপরি বর্তমান সরকার ১৯৯৭ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর স্থানীয় সরকার (গ্রাম পরিষদ আইন ১৯৯৭) পাশ করেছে। এ আইন অনুযায়ী বাংলাদেশের ৬৮ হাজার গ্রামের প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে একটি করে গ্রাম পরিষদ গঠিত হবে যেখানে প্রতি পাঁচ বছরের জন্য একজন চেয়ারম্যান, নয়জন পুরুষ সদস্য এবং তিনজন মহিলা সদস্য থাকবে। এর ফলে প্রায় সাড়ে আঠার লক্ষ মহিলা গ্রাম পরিষদের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকবে এবং সরাসরি রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে। এ আইনও তৃনমূল পর্যায়ে মহিলাদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং তাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণে বিরাট ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

১.খ. গবেষণার পরিধি

একটি গবেষণার বিষয়কে বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করা গেলেও বর্তমান গবেষণায় রিশেষ কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ দিক উপস্থাপন করা হয়েছে। আলোচ্য গবেষণার বিষয়টিতে যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থাপন করা হয়েছে তার মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমেই ভূমিকা, উদ্দেশ্য ও তথ্য সংগ্রহের কৌশল সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দেয়া হয়েছে। তাছাড়া, বাংলাদেশের নারী আন্দোলন ও রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণের ঐতিহাসিক পটভূমি সম্পর্কেও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। উপর্যুপরি, বাংলাদেশের মহিলাদের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট, বাংলাদেশের মহিলা রাজনীতির বর্তমান অবস্হা, মহিলাদের রাজনীতির প্রতি জনসাধারণের মনোভাব, বাংলাদেশের রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণের সমস্যা এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রনয়নই হচ্ছে বর্তমান গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ দিক। এখানে উল্লেখ্য যে, বর্তমান গবেষণা-অভিসন্দর্ভে মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের দিকসমূহ সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা না করলেও, বাংলাদেশের মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের উল্লেখিত দিকসমূহের উপর মোটামুটি বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

১.গ. উদ্দেশ্য

বর্তমান গবেষণা অভিসন্দর্ভে বাংলাদেশের রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণের সমস্যা ও সম্ভাবনা মূল্যায়ন করা হয়েছে। এছাড়াও যে সকল বিশেষ উদ্দেশ্যে গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে সেগুলি হলোঃ

১) বাংলার নারী আন্দোলন ও রাজনীতির ঐতিহাসিক পটভুটি সম্পর্কে আলোকপাত করা;

২) বাংলাদেশের মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্হা বিশ্লেষণ করা;

৩) বাংলাদেশের মহিলাদের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্হান বিশ্লেষণ করা;

Dhaka University Institutional Repository

৪) বাংলাদেশের জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা সম্পর্কে ধারণা দেওয়া; এবং

৫) আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় কাঠামোতে মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সমস্যাবলী চিহ্নিত করা এবং চিহ্নিত সমস্যাবলী সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রস্তাব করা সহ সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোকপাত করা।

এসব বিষয়ে দিক নির্দেশনা বাংলাদেশের মহিলাদের রাজনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাবে বলে আশা করা যায়। বিশেষ করে এদেশের মহিলাদের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি, রাজনৈতিক ভাবে সুসংঘবদ্ধ করা, রাজনৈতিকভাবে সচেতন মহিলাদের সক্রিয় করে তোলা এবং রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণের সমস্যা দূরীকরণে ভুমিকা রাখবে। এসব দৃষ্টিকোন থেকে বর্তমান গবেষণাটি যথেষ্ট গুরুত্ববহ হবে বলে আশা করা যায়।

১. ঘ. গবেষণা পদ্ধতি

i) উত্তরদাতাদের প্রকৃতি ও অবস্থানঃ বর্তমান গবেষণায় প্রাইমারী এবং সেকেন্ডারী উভয় ধরণের তথ্যই ব্যবহৃত হয়েছে। প্রাইমারী তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্নপত্র প্রনয়ন করে মাঠ পর্যায়ে সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। ৫০ জন পুরুষ ও মহিলা উত্তর দাতার কাছ থেকে এ প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য উত্তর দাতাদেরকে

Dhaka University Institutional Repository

পছন্দমত (Purposively) নির্বাচন করা হয়েছে। উত্তর দাতাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল ১০ জন সাধারণ জনগণ (পুরুষ), ১০ জন গৃহবধু, চাকুরীজীবী ১০ জন, ছাত্রছাত্রী ১০ জন, রাজনীতিবিদ (গ্রাম পর্যায়ের) ৫ জন এবং সমাজকর্মী ও এন.জি.ও. প্রতিনিধি ৫ জন। ঢাকা শহর এবং রাজবাড়ী জেলার রাজবাড়ী ও পাংশা থানা থেকে এসব তথ্য সংগ্রহ করা হয়। ৫০ জন উত্তরদাতার মধ্যে রাজবাড়ী ও পাংশা থানা থেকে ২৫ জন এবং ঢাকা শহর থেকে ২৫ জন উত্তরদাতাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উত্তর দাতাদের মধ্যে ২৩ জন ছিলেন পুরুষ এবং২৭ জন মহিলা। নিম্নের সারনীতে উত্তর দাতাদের বন্টন ও প্রকৃতি দেখানো হলোঃ

সারনী- ১ঃ উত্তর দাতাদের বন্টন ও প্রকৃতি ঃ

উত্তরদাতার প্রকৃতি	উত্তর দাতার অবস্থান ও সংখ্যা		মোট সংখ্যা	মোটের উপর শতকরা হার
	ঢাকা শহর সংখ্যা (%)	রাজবাড়ী ও পাংশা সংখ্যা (%)		
সাধারণ জনগণ	৫(১০%)	৫(১০%)	১০	২০%
গৃহবধু	৫(১০%)	৫(১০%)	১০	২০%
চাকুরীজীবী	৫(১০%)	৫(১০%)	১০	২০%
ছাত্র-ছাত্রী	৫(১০%)	৫(১০%)	১০	২০%
সমাজকর্মী ও NGO প্রতিনিধি	৫(১০%)	–(–)	৫	১০%
রাজনীতিবিদ	–(–)	৫(১০%)	৫	১০%
মোট	২৫(৫০%)	২৫(৫০%)	৫০	১০০%

Dhaka University Institutional Repository

গ্রাম ও শহরের জনসাধারণের মধ্যে মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ সম্পর্কে মনোভাব কি সে চিত্রকে তুলে ধরার এবং সে সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দেওয়ার জন্য ঢাকা শহর এবং রাজবাড়ী জেলার রাজবাড়ী থানা ও পাংশা থানাকে বেছে নেয়া হয়েছে। এই স্হানগুলি নির্বাচন করার ক্ষেত্রে কোন বিশেষ বিবেচনা ছিল না। একই সাথে রাজবাড়ী ও পাংশা থানা এবং ঢাকা শহরের উত্তর দাতাগণ সমগ্র বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করবে সেটাও গবেষক হিসেবে আমি দাবী করি না। তবে বর্তমান গবেষণার পরিধি এবং একজন মহিলা হিসেবে মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহের যে সীমাবদ্ধতা তার জন্যও এ পরিসীমার মধ্যে আমাকে সীমাবদ্ধ থাকতে হয়েছে। অবশ্য প্রাইমারী তথ্য সীমিত পর্যায়ে সংগ্রহ করা হলেও সেকেন্ডারী তথ্যের ব্যাপক ব্যবহার ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশের চিত্রকে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

সেকেন্ডারী তথ্যের প্রধান উৎস ছিল বই, পত্র-পত্রিকা এবং জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহ। এছাড়াও বিভিন্ন গবেষণা পুস্তকও সেকেন্ডারী তথ্যের উৎস হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

ii) **প্রশ্নপত্রের ধরণঃ** প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি Semi-structured প্রশ্নপত্র ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ প্রশ্নপত্রটিতে কিছু কিছু প্রশ্নের জন্য উত্তরদাতারা তাদের পছন্দমত উত্তর দিয়েছেন এবং কিছু কিছু প্রশ্নের জন্য

Dhaka University Institutional Repository

একাধিক উত্তর দেওয়াই ছিল যা থেকে উত্তর দাতারা টিক (√) চিহ্নের মাধ্যমে একটি উত্তর চিহ্নিত করছে। প্রশ্নপত্রটি এমনভাবে তৈরী করা হয়েছে যাতে করে মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ব্যাপারে উত্তর দাতাদের মনোভাব পরিমাপ করা সম্ভব হয়।

iii) তথ্য সংগ্রহঃ গবেষক নিজেই ব্যক্তিগতভাবে তথ্য সংগ্রহ করেছে। সংগৃহীত তথ্যের সঠিকতা ও নির্ভুলতা নিশ্চিত করার জন্যই মূলতঃ গবেষক নিজে উপস্থিত থেকে তথ্য সংগ্রহ করা যুক্তিযুক্ত মনে করেছে।

iv) তথ্য **বিশ্লেষণঃ** বর্তমান গবেষণা কর্মটি বর্ণনামূলক। উত্তরদাতাদের কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্যসমূহ বিশ্লেষণপূর্বক সংশ্লিষ্ট বিষয়কে বর্ণনা করা হয়েছে। আর সেকেন্ডারী তথ্যসমূহ গবেষণার বক্তব্যকে জোরালো করার জন্য এবং বক্তব্যের সমর্থনে ও ব্যাখ্যার জন্য প্রয়োজনমত ব্যবহার করা হয়েছে।

১.৬. অভিসন্দর্ভ বিন্যাস

বর্তমান অভিসন্দর্ভটি ৫টি অধ্যায়ে বিভক্ত করে তৈরী করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ঃ

প্রথম অধ্যায়ে ভূমিকা, গবেষণার পরিধি, গবেষণার উদ্দেশ্য এবং গবেষণার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণের পটভূমি ও বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ অধ্যায়কে ৪টি ভাগে ভাগ করে বিশ্লেষণ ও আলোচনা করা হয়েছে। যেমন-

ক) বাংলার নারী আন্দোলন ও রাজনীতির ঐতিহাসিক পটভূমি;

খ) বাংলাদেশের মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা;

গ) বাংলাদেশের মহিলাদের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা; এবং

ঘ) মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ সম্পর্কে জনসাধারণের মনোভাব আলোকপাত করা হয়েছে এবং বাংলাদেশের মহিলাদের রাজনৈতিক সচেতনতা সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণের সমস্যাবলী উপস্থাপন করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে বিভিন্ন সুপারিশ প্রস্তাব করা হয়েছে যা এদেশের মহিলাদের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধির এবং মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের প্রবনতা বৃদ্ধির জন্য সহায়ক হতে পারে।

সর্বশেষে, পঞ্চম অধ্যায়ে সারমর্ম ও উপসংহার আলোকপাত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. সৈয়দা রওশন কাদির,"স্হানীয় পর্যায়ে মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ প্রক্রিয়াঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা", *নারী ও রাজনীতিঃ* নাজমা চৌধুরী ও অন্যান্য সম্পাদিত, উইমেন ফর উইমেন – গবেষণা ও স্টাডি গ্রুপ, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৪, পৃঃ ১।

২. নাজমা চৌধুরী, "নারী ও রাজনীতি", *দৈনিক ভোরের কাগজ,* ২৩শে নভেম্বর, ১৯৯৬, পৃঃ ১৩।

৩. প্রাগুক্ত।

৪. কাজী রাশিদা আনোয়ার, "নারী ও নির্বাচন", *দৈনিক জনকণ্ঠ,* ১১ই জুন, ১৯৯৬, পৃঃ ৬।

৫. নাজমা চৌধুরী, "রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণঃ প্রান্তিকতা ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা," *নারী ও রাজনীতি,* নাজমা চৌধুরী ও অন্যান্য সম্পাদিত, উইমেন ফর উইমেন – গবেষণা ও স্টাডি গ্রুপ, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৪, পৃঃ ১৭।

৬. Sayeda Rowshan Qadir, "Women in Politics and Local Bodies in Bangladesh," *The Journal of Political Science Association,* Abul Fazal Huq (ed.), ১৯৮৮, p.২০৬.

৭. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

৮. মৈত্রেয়ী চ্যাটার্জী, "একশোজনে ত্রিশজন," *মাসিক রূপান্তর,* প্রথম সংখ্যা; মে ১৯৯১, পৃঃ ৮।

৯. মোছাঃ মার্জিয়া খাতুন, "নারী ও রাজনীতিঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ," *দৈনিক সংবাদ,* মার্চ ২৫, ১৯৯৫, পৃঃ৬।

১০. প্রাগুক্ত।

১১. আফরোজা নাজনীন, "রাজনৈতিক অঙ্গনে নারী", *দৈনিক ইত্তেফাক,* ১৩ই অক্টোবর, ১৯৯৭, পৃঃ৭।

১২. প্রচ্ছদ প্রতিবেদন, "ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন *১৯৯৭ঃ* তৃনমূল থেকে উঠে আসছে প্রায় ১৩ হাজার নারী নেতৃত্ব," *অনন্যা,* বর্ষ ১০, সংখ্যা ৪, ডিসেম্বর ১-১৫,১৯৯৭, পৃঃ ১৮।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় ২

বাংলাদেশের রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণঃ পটভূমি ও বর্তমান অবস্থা

Dhaka University Institutional Repository

২.ক. বাংলাদেশের নারী আন্দোলন ও রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণের ঐতিহাসিক পটভূমি

রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণের বিষয়টি সাম্প্রতিক কালের নয়। বহুযুগ আগে থেকেই রাজনৈতিক অঙ্গনে বহু মহিলা গুরত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। সুদূর অতীতেও রাজনীতিতে সরাসরি অংশগ্রহণ না করলেও পর্দার আড়ালে থেকে রানীরা রাজকার্যে তাদের প্রভাব বজায় রাখতেন এবং অনেক গুরত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহনে রাজাকে সাহায্য করতেন। নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের ধারায় আজকের আধুনিক গণতান্ত্রিক দেশ গ্রেট বৃটেনেও রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে বহাল রয়েছেন রানী। এ ভূ-খন্ডে কখন থেকে মহিলারা রাজনীতিতে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল এবং নানা প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কারা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেছিল তা ইতিহাসের পাতায় স্বর্নাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে। বাংলার স্বদেশী আন্দোলনে এবং মহিলাদের জাগরনে তাদের এক গৌরবোজ্জল ইতিহাস রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মহিয়সী রমনী কিভাবে রাজনীতিতে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল, তারা কিভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে ও রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেছিল এবং আন্দোল পরিচালনায় অংশ নিয়েছিল সেসব এ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়। এ পর্যায়ে আলোচনার সুবিধার জন্য বাংলাদেশের মহিলা আন্দোলনের ইতিহাসকে বৃটিশ শাসনামল, স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশ বা পাকিস্তানী শাসনামল এবং স্বাধীন বাংলাদেশ-এ তিনটি পর্বে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

২.ক.১. বৃটিশ শাসনামলঃ বৃটিশ শাসনামলে দেশকে সাম্রাজ্যবাদের শৃংখল থেকে মুক্ত করার জন্য এবং পরাধীন দেশকে স্বাধীন করার জন্য আন্দোলনে ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডে বহু মহিলা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এ দেশটি বৃটিশ ও পাকিস্তানের শাসন, শোষণ ও নির্যাতনের শিকার হয়েছিল বলেই মহিলা-পুরুষ নির্বিশেষে স্বাধীনতা লাভের জন্য সংগ্রাম করেছেন। বৃটিশ শাসনামলে বাংলার জাতীয় আন্দোলনসমূহে মহিলাদেরকে স্থানীয় নেতৃত্বে অত্যন্ত সফল ও সাহসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা গেছে। সে সময়ের আর্থ-সামাজিক পরিবেশে মহিলাদের রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ ছিল সত্যিই অভূতপূর্ব ও অকল্পনীয় ব্যাপার। সারাদেশের মানুষ যখন স্বদেশী আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামে নিয়োজিত ছিলেন তখন নারী সমাজও নিশ্চুপ হয়ে ঘরে বসে ছিলেন না। পরাধীনতার শৃংখল থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য এক তীব্র আবেগ ও দৃঢ়তার সাথে বাংলার মহিলারা ব্যাপক হারে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়েছিলেন। সহ্য করেছিলেন নির্যাতন, অত্যাচার ও জেল-জুলুম। স্বাধীনতা সংগ্রামে মহিলারা যে সক্রিয় ছিলেন তার কিছুটা প্রমাণ নিম্নের ব্যক্তি-ভিত্তিক আলোচনা থেকে পাওয়া যায়ঃ

সরলা দেবী চৌধুরানীঃ সরলা দেবী চৌধুরানী ছিলেন অবিভক্ত বাংলার প্রথম রমনী যিনি রাজনীতি ও অন্দোলনে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিলেন।

> "অনুমান করা হয় অবিভক্ত বাংলার প্রথম মহিলা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ঠাকুর বাড়ীর মেয়ে স্বর্নকুমারী দুহিতা সরলা দেবী চৌধুরানী (১৮৭২-১৯৪৫)। ঠাকুর পরিবারের প্রথম গ্রাজুয়েট সরলা অত্যন্ত স্বাধীনচেতা নারী ছিলেন। সুলেখিকা ও 'ভারতী'-র সম্পাদক সরলা দেবী চৌধুরানী স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। বাংলার যুব শক্তিকে

Dhaka University Institutional Repository

> সংগঠিত করা ও স্বদেশী দ্রব্য প্রচলনের জন্য তিনি বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও সংগঠনের মাধ্যমে আন্দোলন গড়ে তোলেন। মহিলাদের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্যও তিনি অনেক চেষ্টা করেন।"[১]

সরোজিনী নাইডুঃ সরোজিনী নাইডু প্রথম বাঙালী মহিলা যিনি জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। সরোজিনী ছিলেন ঢাকার বিক্রমপুরের সন্তান। "নারী হয়েও সরোজিনী পুরুষ প্রধান রাজনীতির অঙ্গনে আপন আসনটি করে নিয়েছিলেন এবং খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছেছিলেন। কিন্তু তার জন্যে তাঁকে সংগ্রাম করতে হয়নি; যোগ্যতাই তাকে টেনে তুলেছিল খ্যাতির শীর্ষে, প্রাপ্তির চরম বিন্দুতে।"[২] মহিলাদের স্বাধীনতার জন্য পরিচালিত সংগ্রামে তিনি ছিলেন বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব রাজনৈতিক নেত্রী সরোজিনী নাইডু নারীর ভোটাধিকার অর্জনেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। এছাড়াও স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর অবদান ছিল অবিস্মরনীয়।

জোবেদা খাতুন চৌধুরানীঃ জোবেদা খাতুন চৌধুরানী (১৯০১-১৯৮৬) সিলেটের এক রক্ষণশীল পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সে সময়ে সমাজের প্রবল প্রতিরোধের মুখেও তিনি নিজেকে রাজনৈতিক জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। "তিনিই প্রথম বাঙালী মুসলমান মহিলা যিনি অবরোধের দেয়াল ভেঙ্গে সাহসিকতার সংগে পরিপূর্ণভাবে রাজনৈতিক অঙ্গনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।"[৩]

Dhaka University Institutional Repository

বেগম রোকেয়াঃ নারী মুক্তির অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন তাঁর সমগ্র জীবন (১৮৮০-১৯৩২) নারী জাগরনে উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি যেমন মহিলাদের স্বাধীনতার কথা বলেছেন, তেমনি দেশের স্বাধীনতার জন্যও চিন্তা করতেন। মহিলাদের স্বাধীনতা আর দেশের স্বাধীনতা তাঁর কাছে ভিন্ন বিষয় ছিল না। মহিলাদের জন্য তিনি একটি মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যার নাম ছিল 'আঞ্জুমানে খাওয়াতীন।' এই সমিতির মাধ্যমে তিনি মহিলাদের মধ্যে স্বদেশী আন্দোলনের ও স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের জন্য প্রচার চালাতেন। কংগ্রেস ও খেলাফত আন্দোলনের পশ্চাতে বেগম রোকেয়া ও অন্যান্য মুসলমান মহিলাদেরও যথেষ্ট প্রত্যক্ষ ও নীরব অবদান ছিল। "সে সময়ে তাঁরা প্রকাশ্যে রাজনীতি না করলেও রাজনীতিতে তাঁদের অবদান রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তিরা যথাযতভাবেই মূল্যায়ন করেছেন।"[৪]

বেগম শামছুন্নাহার মাহমুদঃ বেগম শামছুন্নাহার মাহমুদ (১৯০৮-১৯৬৪) রাজনীতিতে সক্রিয় থেকে রক্ষণশীল সমাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন এবং নিজেকে দেশের ও দশের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সে সময় মহিলাদের ভোটাধিকার আন্দোলনেও তিনি যোগ দিয়েছিলেন। "১৯৩২ সাল থেকে রক্ষণশীল মুসলিম প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি মহিলাদের ভোটাধিকারের আন্দোলনকে শরীয়ত ও পর্দাবিরোধী বলে প্রচার চালাচ্ছিলো। মুসলিম মহিলা ভোটারদের চরিত্রহীন বলেও নানা সভায় প্রচার চালানো হচ্ছিল। বেগম শামছুন্নাহার মাহমুদ তাদের প্রতিরোধে সংগ্রামে নেমেছিলেন।"[৫]

Dhaka University Institutional Repository

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদা ও অন্যান্যঃ ১৯২০ সাল থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত মহাত্মাগান্ধীর প্রেরণা সমগ্র জাতি ও মহিলা সমাজের কাছে তীব্র আবেগ সৃষ্টি করেছিল। এ সময় ব্যাপকহারে সারা দেশের শহর ও গ্রামের মেয়েরা তাঁর প্রেরণায় স্বদেশী আন্দোলনে সাড়া দেয় এবং রাজনৈতিক কর্মকান্ডে যুক্ত হয়। এ সময়ই আবার গড়ে উঠেছিল বিপ্লববাদী বা সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন। উল্লেখযোগ্য হারে মহিলারা এই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বিভিন্ন স্তরের বহু সংখ্যক মহিলা জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের এই নতুন পর্বে যুক্ত হয়েছিলেন।

> "এদের মধ্যে সরোজিনী নাইডু, বাসন্তী দেবী, উর্মিলা দেবী, নেলী সেনগুপ্তা, মোহিনী দেবী, আশালতা সেন, সরযু সেন, প্রফুল্লমুখী বসু, জ্যোর্তিময়ী গাঙ্গুলী, লাবন্য প্রভা প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। বিপ্লবী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদা, শান্তি ঘোষ, সুনীতি চৌধুরী, কল্পনা দত্ত, বীনা দাস, উজ্জ্বলা মজুমদার, লীলা নাগ রায়, কমলা দাসগুপ্ত, মনোরমা বসু প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।"[৬]

ক্ষুদিরাম, কানাইলাল ও বাঘা যতীনের বিপ্লবী জীবনী পড়ে বীর কন্যা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদা স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। স্কুল জীবনে ঝাঁসীর রানী লক্ষীবাই-এর জীবন-ইতিহাস পড়েও প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার মনে অনুপ্রেরণা জেগেছিল। এসব ইতিহাস ও জীবনী থেকে তিনি এ শিক্ষা ও প্রেরণাই পেয়েছিলেন যে, দেশের মুক্তি সংগ্রামে শুধু পুরুষেরা নয় বাংলার মহিলাদেরও অংশগ্রহণ ও আত্মোৎসর্গ করা উচিত। ১৯২৭ সালে যে বিপ্লবী দল বৃটিশ রাজ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেছিলেন তার নেতৃত্বে ছিলেন চট্টগ্রামের মাষ্টারদা সূর্যসেন। সে দলে মহিলা সদস্য গ্রহণ করা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু

Dhaka University Institutional Repository

কিশোরী প্রীতিলতার একান্ত আগ্রহে সূর্যসেনের বিপ্লবী দলে তাঁকে নেওয়া হয়েছিল। মাষ্টারদা সূর্যসেনের বিপ্লবী দলে কিশোরী প্রীতিলতাই ছিলেন প্রথম মহিলা সদস্য। এভাবেই প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদা ও অন্যান্য বীর কন্যা নিষিদ্ধ দলগুলোতে নিজেদের স্হান করে নিয়েছিলেন। বীর কন্যা প্রীতিলতা স্বদেশী আন্দোলনের সময় ১৯৩২ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর রাতে চট্টগ্রামের পাহাড়তলীতে অবস্হিত ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমন পরিচালনায় নেতৃত্ব দেন। "পুরুষের বেশে নারী যোদ্ধার অসম সাহসিকতার রূপ দেখে সেদিন ইংরেজ সরকার বিস্মিত হয়েছিল। প্রীতিলতা ছিলেন বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের প্রথম শিক্ষিত বিদূষী শহীদ নারী।"[৭]

"কুমিল্লা জেলার সুনীত ঘোষ ও শান্তি ঘোষ দু'জনেই ছিলেন বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের বিপ্লবী নেত্রী। তাঁরা ১৯৩১ সালে ব্রিটিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ স্টিভেন্সকে গুলি করে হত্যা করেছিলেন। এ সময় চিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলায় দন্ডিত হয়েছিলেন কুমিল্লার পারুল মুখার্জী।"[৮] ইতিহাসের পাতায় আমরা আর একজন সাহসী রমনীর পরিচয় পাই যিনি সবসময়ই আন্দোলন সংগঠনের মধ্য দিয়েই নিজের জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। তিনি হলেন মাতঙ্গিনী হাজরা। ১৯৩২ সালে এ বিপ্লবী নেত্রী শত্রু শাসকদের আইন অমান্য করে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করার জন্য শত্রু শাসকদের কাছে ছয়মাস কারা ভোগ করেছিলেন। ১৯৪২ সালে এক শোভাযাত্রা পরিচালনায় নেতৃত্ব দানকালে পুলিশের গুলিতে তিনি নিহত হন। কল্পনা দত্ত চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠন মামলায় অভিযুক্ত হয়ে ১৯৩৩ সালে বন্দী হয়েছিলনে। তাঁর সময়ে আরও অনেক নাম জানা ও নাজানা মহিলাও রাজবন্দী

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছিলেন। সে সময় এসব মহিলারা নানা স্হান থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক কারণে বন্দী হন। তাঁদের মধ্যে বীনা দাস, উজ্জ্বলা মজুমদার ও সুহাসিনী গাঙ্গুলীর নাম উল্লেখযোগ্য। বন্দী মুক্তি আন্দোলনের ফলে সকল মহিলা বন্দী মুক্তি পান। কিন্তু কল্পনা দত্তকে মুক্তি দেওয়া হয়নি। সে সময় বিশ্ব কবি রবীন্দনাথ ঠাকুর এবং মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং তাঁর মুক্তির জন্য জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে ছিলেন। অবেশেষে কল্পনা দত্তকে ১৯৩৯ সালের ১লা মে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। "তৎকালীন ভারতবর্ষে সংগঠিত লবন আইনও বাংলাদেশের মহিলাদেরকে স্বদেশী আন্দোলনে যথেষ্ট উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল এবং গ্রাম বাংলার শত শত মহিলাকে তখন আন্দোলনের পথে নামিয়েছিল।"[৯] বরিশালের মনোরমা বসু ছিলেন সে সময়কার একজন কৃতি নেত্রী। বিদেশী পণ্য বর্জনের আন্দোলনে তিনি অগ্রণী ভুমিকা পালন ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দান করেছিলেন। বৃটিশদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য এবং বৃটিশ সরকারের আইন অমান্য করার জন্য মনোরমা বসুকেও কারাভোগ করতে হয়েছিল। তখন বিভিন্ন জেলায় আরও প্রায় পাঁচশত মহিলা বন্দিনী ছিলেন।

নেলী সেনগুপ্ত ছিলেন চট্টগ্রামের বিপ্লবী নেতা জে, এম সেনগুপ্তের বিদেশী স্ত্রী। তিনিও বৃহত্তর ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিভিন্ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করেছিলেন। নীলা রায় নামক আর একজন বিপ্লবী মহিলা 'জয়শ্রী' নামক একটি পত্রিকার সাথে জড়িত থেকে মহিলাদেরকে আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় বাংলার বহু রমনী প্রত্যক্ষ ও

Dhaka University Institutional Repository

পরোক্ষভাবে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এসব মহিলাদেরকে বিভিন্ন সময়ে বৃটিশ সরকার কর্তৃক নানা হয়রানি, অত্যাচার ও নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছিল। এভাবে নানা সামাজিক প্রতিকূলতা, পারিপার্শ্বিক বাধা এবং সরকারী হয়রানী সত্ত্বেও তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার বহু মহিলা কর্মী ও নেত্রীর আবির্ভাব ঘটেছিল। তাঁরা সকলেই মহিলাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের আন্দোলনের পাশাপাশি দেশের মুক্তি সংগ্রামের অগ্রগতিকে যথেষ্ট ত্বরান্বিত করেছিলেন।

২.ক.২. **পাকিস্তান আমলঃ** ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের মাধ্যমে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে পৃথিবীর মানচিত্রে ভারত ইউনিয়ন ও পাকিস্তান নামে দুইটি স্বতন্ত্র, স্বাধীন ও সার্বভৌম নূতন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পাকিস্তানের দু'টি অংশ অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকবর্গ পূর্ব পাকিস্তানকে একটি কলোনী হিসেবে মনে করতো। পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবী দাওয়ার প্রতি পশ্চিম পাকিস্তান কখনই সমর্থন দেয়নি। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সর্ব প্রথম দ্বন্দ্ব ও কলহের সূত্রপাত ঘটে রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে। পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের উপর উর্দূ ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করতে থাকে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ভাষা আন্দোলনের বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকার নানা রকম নিষেধাজ্ঞা ও দমননীতি আরোপ করে। এসব নিষেধাজ্ঞা ও দমননীতির বিরুদ্ধে বাংলার ছাত্র সমাজের সাথে মহিলারাও সোচ্চার ছিলেন এবং একাত্মতা

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা করেছিলেন। জোবেদা খাতুন চৌধুরী নামক জনৈক নেত্রীর নেতৃত্বে একদল মহিলা প্রতিনিধি বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা দেওয়ার দাবী জানিয়েছিলেন। এজন্য তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মূখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের কাছে অগনিত মহিলার স্বাক্ষর সম্বলিত একটি স্মারক লিপিও হস্তান্তর করেন। অন্যদিকে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের যশোর শাখার যুগ্ম আহবায়িকা হামিদা রহমানের নেতৃত্বে বিভিন্ন গার্লস স্কুলে ধর্মঘট পালিত হয়। ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারী পুলিশের গুলিতে ছাত্র নিহত হওয়ার খবর মহিলা সমাজের উপর চরম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এ ঘটনার প্রতিবাদে বহু সংখ্যক মহিলা ১২ অভয় দাস লেনে সমবেত হয়ে একটি নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন। ছাত্রদের উপর গুলি বর্ষনের প্রতিবাদে ১৯৫২ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী মহিলাদের অন্য একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ সময় নারায়ণগঞ্জ মডার্ন গার্লস স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী মমতাজ বেগম সহ আরও কিছু মহিলা গ্রেফতার হন। তাদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে তখন ঢাকা ও চট্টগ্রামে ছাত্রীরা বিক্ষোভ করেছিল। ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারী হলে বাংলার বহু মহিলা সমিতি, ক্লাব ও সংগঠন স্বাধীনতার পক্ষে বিভিন্ন আন্দোলন ও প্রচার অভিযান চালিয়েছিল। এসব আন্দোলন ও প্রচার অভিযানের সাথে সাথে জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে ৩টি ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে ৫টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষনেরও দাবী জানিয়েছিল। ১৯৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থানের সময় দলমত নির্বিশেষে তৎকালীন ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বে একটি মহিলা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়েছিল। এর আগে ১৯৬৮ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্য রাজনৈতিক কারণে বন্দীদের মুক্তির দাবীতে একটি মহিলা মুক্তি সংগ্রাম পরিষদ

Dhaka University Institutional Repository

গঠিত হয়। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের নেত্রীরা বিশেষ করে আজকের নারী আন্দোলনের পথিকৃত (যারা সেদিন ছাত্রী ছিলেন) এ সব রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবীতে পাড়ায় পাড়ায় কমিটি গঠন করেন ও মিছিল-মিটিং-এ নেতৃত্ব দেন। বেগম সুফিয়া কামালও সেদিন এসব আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সে সংগ্রামে যারা অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন তাদের মধ্যে জোহরা তাজউদ্দিন, মালেকা বেগম, ফওজিয়া মোসলেম, ডাঃ মাখদুমা নারগিস, আয়েশা খানম, দীপা সেন, নাসিমুন আরা মিনা, রাকা, বেবী মওদুদ, রীনা খান, রোকেয়া কবীর, মুনিরা আওার খাতুন প্রমুখ ছিলেন প্রথম সারিতে।

পাকিস্তান আমলে রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব ও রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর্যায়ে বাঙালী মহিলাদের অংশগ্রহণ তেমন উল্লেখযোগ্য ভাবে পরিলক্ষিত হয়নি। সে সময়ে মহিলারা মৌলিক রাজনৈতিক অধিকার হিসেবে শুধুমাত্র ভোটাধিকার প্রয়োগ করতো। পাকিস্তান আমলে পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বীদের ভোট দেওয়া ছাড়া বাঙ্গালী মহিলাদের নির্বাচন ক্ষেত্রে এবং দলীয় সিদ্ধান্তের পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য কোন ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়নি। পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল যেমন– মুসলিম লীগ, আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, জামায়াতে ইসলামী ও নিষিদ্ধ ঘোষিত কম্যুনিষ্ট পার্টির গুরুত্বপূর্ণ পদে কোন মহিলা অধিষ্ঠিত হতে পারেন নি। জাতীয় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রেও মহিলাদের অবস্হা ছিল একইরকম। রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীসভা, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিস, জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিল ও পরিকল্পণা কমিশনে কোন মহিলা অধিষ্ঠিত হননি। তবে সে সময়ে নির্বাচনে মহিলা ভোটারদের

Dhaka University Institutional Repository

সমর্থনকে সংগঠিত করার জন্য মুসলিম লীগের একটি মহিলা শাখা গঠিত হয়েছিল। এই মহিলা শাখার সাংগঠনিক ভূমিকা পালন করতেন আওয়ামী লীগের দু'একজন মহিলা সদস্য (আমেনা বেগম প্রমুখ)। "১৯৬১ সালের হিসেবে সরকারী চাকুরীতে প্রাশাসনিক পদে মাত্র ২০ জন মহিলা অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তবে তারা উচ্চতর প্রাশাসনিক পদে নিয়োজিত ছিলেন না।"[১০]

২.ক.৩. বাংলাদেশ আমলঃ ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির অল্প কিছুদিনের মধ্যেই পাকিস্তানী শাসকদের সম্পর্কে বাঙালীদের মনে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হয়। যে বাঙ্গালীরা ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের পক্ষে রায় দিয়েছিলেন তারাই আবার ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের পরিবর্তে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন শুরু করেছিলেন। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে কেন্দ্রের উদাসীনতা এবং আরও বিভিন্ন কারণে বাঙালীরা পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদের বিরুদ্ধে বিক্ষুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ গভীর রাতে অতর্কিতে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী নিরস্ত্র বাঙালীদের উপর ঝাপিয়ে পড়ে। তাদের হামলার শিকার হন দেশের অসংখ্য ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, শ্রমিক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। সে কালোরাত্রিতেই তৎকালীন আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানকে গ্রেফতার করা হয় এবং দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল অময়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

পৃথিবীতে অনেক দেশ আছে যেখানে মহিলারা জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়েই তাদের পাশ্চাৎপদতা কাটিয়ে আন্দোলনমুখী হতে পেরেছে। ভারত

Dhaka University Institutional Repository

উপমহাদেশে 'বাংলাদেশ' তেমনই একটা দেশ যেখানে স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়েই মহিলারা এগিয়ে এসেছে তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের সংগ্রামে। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে বাংলাদেশে এমন অনেক মহিলার পরিচয় পাই যারা ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন, যুদ্ধ করেছেন, আত্মাহুতি দিয়েছেন এবং অনেকে শত্রুপক্ষকে পরাজিত করে জয়ী হয়েছেন। একাত্তরের দিনগুলিতে শহুরে-গ্রামীন, শিক্ষিত-নিরক্ষর, এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষ যার যার সাধ্য ও সামর্থ্য অনুযায়ী স্বেচ্ছায় কাজের ভার নিজস্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। মুক্তিকামী ও স্বাধীনতা প্রত্যাশী নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষই তখন ছিলেন মুক্তি যোদ্ধা।

মুক্তিযুদ্ধের সত্যিকার নিরপেক্ষ ইতিহাস রচিত না হওয়ায় স্বাধীন বাংলাদেশে বিগত ২৭ বছরে পুরুষ যোদ্ধাদের সাথে মাত্র দু'জন মহিলা মুক্তিযোদ্ধা 'তারামন বিবি ও ডাঃ সেতারা বেগম'-এর নাম উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের নামের পাশে শহীদ মুক্তিযোদ্ধা রওশন আরার নাম স্হান পায়নি। "বীর রওশন আরা বুকে মাইন বেঁধে জল্লাদের ট্যাংকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজের কিশোরী দেহের সঙ্গে একটা আস্ত প্যাটন টাংককে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল।"[১১] এরকম হাজার হাজার নাম জানা ও নাজানা মহিলা মুক্তিযোদ্ধার নাম আজও ইতিহাসের পাতায় স্হান পায়নি। মুক্তিযুদ্ধে মহিলারা সক্রিয় যোদ্ধার ভূমিকা পালন করা ছাড়াও যে যেভাবে পেরেছেন এবং যেখান থেকে পেরেছেন স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন। তবে স্বাধীনতা সংগ্রামে

মহিলাদের প্রত্যক্ষ ভূমিকার চেয়ে পরোক্ষ ভূমিকাই ছিল বেশী। যুদ্ধ মানেই বন্দুক নিয়ে যুদ্ধ নয়। ধরা পড়লে নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও কেউ অস্ত্রপাচার করেছেন, কেউ সন্তানকে যুদ্ধে পাঠিয়েছেন, কেউ মুক্তি যোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়েছেন, আবার অনেকে সাংগঠনিক চিঠিপত্র আদান- প্রদানসহ ক্যাম্পে সেবিকার কাজ করেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে এদের অবদানকে ভুলে গেলে চলবে না। "অনেক মেয়েই সেদিন গেরিলা ট্রেনিং নিতে না পেরে মেয়ে হয়ে জন্মানোর জন্য নিজেকে ধিক্কার দিয়েছেন। কেউবা আবার সেবাধর্মী কাজ খুঁজে নিয়েছেন। কখনো রান্না, কখনো শৃংখলা রক্ষা, কখনো স্কুল পরিচালনা করার পরিকল্পণা করেছেন। কখনো বাংলাদেশের স্বপক্ষে বিশ্বজনমত গঠন, অর্থ সংগ্রহ, কখনো গানের স্কোয়াডে অংশ নিয়ে নিজের মনের গ্লানি দূর করতে এবং শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধাদের ক্লান্তি ভুলিয়ে উজ্জীবিত করতে তৎপর হয়েছেন।"[১২]

১৯৭১ সালের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে মহিলরাই সবচেয়ে বেশী ক্ষতির শিকার হয়েছিল। মহিলাদের ক্ষতির মাত্রা উপলব্ধি করেই স্বাধীনতার পরপরই তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার মহিলাদের পূণর্বাসনের জন্য যথাসম্ভব সব রকম ব্যবস্হা গ্রহণ করেছিলেন। "After liberation, government's primary concern was the rehabilitation of the war affected women. Bangladesh National Wonen's Rehabilitation and Welfare Foundation was created for this pupose in 1972."[১৩] যদিও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সামান্য সংখ্যক মহিলাই প্রত্যক্ষ ভূমিকায় অবতীর্ণ

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছিলেন তথাপিও বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের মহিলাদের ভূমিকা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যদিয়ে যে সামাজিক গতিশীলতার সৃষ্টি হয় তার ফলেই পরবর্তীতে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে নারী মুক্তি আন্দোলন এবং ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের বিভিন্ন পর্যায়ে তাদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্র প্রস্তুত ও প্রসারিত হয়। সত্যিকার অর্থে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়েই এদেশের মহিলাদের প্রকৃত বিকাশ ঘটে। যার স্বীকৃতি স্বরূপ স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধানে মহিলারা পুরুষদের মতই মৌলিক অধিকার চর্চার সুযোগ লাভ করেন।

"১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান নিহত হবার পরও রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণের ধারা ও হার অব্যাহত থাকে। তৎকালীন সরকারগুলো ১৯৭৬ সাল থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত সময়কে নারী দশক ঘোষণা করেছিল।"[১৪] আবার নারী দশকের পরের দশকেও অর্থাৎ ১৯৮৬ সাল থেকে ১৯৯৫ সাল সময়ে রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণের প্রবনতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। Observer Magazine-এ প্রকাশিত "Women in Bangladesh" শিরোনামে বেজিং সম্মেলনের জাতীয় প্রতিবেদনের সার সংক্ষেপ থেকে তার প্রমাণ মেলে। যেখানে বলা হয়েছে,

Dhaka University Institutional Repository

> "Bangladesh women's involvement in political process has achieved a spectacular rise during the last decade. Women are being increasingly accomodated in the leadership at major political parties. Many political parties have posts of women affairs secretaries at various tiers of their party organization and their women workers at different levels of the organization. The main stream parties have women in their central and working committees but their number is not significant. Women politician's electoral performance has also gradually improved." [১৫]

বর্তমান দশকের শুরুতে দেশের মহিলা সংগঠনগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়ে মহিলাদের বিভিন্ন অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম পরিচালনা শুরু করে। মহিলা সংগঠনগুলো তাঁদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের দ্বারা সমাজে বেশ সাড়া জাগাতেও সক্ষম হয়। ১৯৮৭ সালের নভেম্বর মাসে দেশে মহিলাদের অধিকারের পক্ষে আন্দোলনরত মহিলা সংগঠনগুলো 'ঐক্যবদ্ধ নারী সমাজ' নামক প্লাটফর্মে সমবেত হয়। সংগঠনগুলো এর ভিত্তিতে আন্দোলন কর্মসূচী গ্রহণ করে। বিভিন্ন সময়ে তারা মহিলাদের কল্যানের জন্য সরকার ও বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের কাছে নানা দাবী নামা পেশ করে। উল্লেখ্য, প্রায় এক হাজার মহিলা সংগঠন মহিলা পরিদপ্তরে নিবন্ধীকৃত রয়েছে। এ ঐক্যবদ্ধ নারী সমাজভুক্ত সংগঠনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল "বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম, উইমেন ফর উইমেন, ঢাকা বিজনেস এন্ড প্রফেশনাল উইমেন ক্লাব, বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ, ফেডারেশন অব বিজনেস এন্ড প্রফেশনাল উইমেন ক্লাব, বাংলাদেশ নারী মুক্তি সংসদ, বাংলাদেশ নারী সমিতি, বাংলাদেশ নারী অধিকার আন্দোলন, গণতান্ত্রিক নারী আন্দোলন, জাতীয় মহিলা লীগ, নারী শ্রমিক কমিটি, সপ্তগ্রাম নারী স্বনির্ভর

Dhaka University Institutional Repository

পরিষদ, সরোবটি মিষ্ট ইন্টারন্যাশনাল ক্লাব, জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি, বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক মহিলা সংস্থা এবং বনানী লায়নেস ক্লাব।"[১৬]

বাংলাদেশের মহান স্থপতি রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবর রহমান ১৯৭৫ সালে এক নৃশংস সামরিক অভ্যুত্থানে স্বপরিবারে নিহত হলে আওয়ামী লীগে নেতৃত্বের সংকট দেখা দেয়। বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা তখন বিদেশে ছিলেন। নেতৃত্বের সংকট মেটানোর প্রয়োজনে বিদেশে অবস্থানকালেই তাঁকে কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করা হয়। পরবর্তীতে তিনি দেশে ফিরে এসে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে নেতৃত্ব দেন। ১৯৮১ সালে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান একইভাবে নিহত হলে তাঁর দল বি.এন.পি-তেও একই রকম নেতৃত্বের সংকট দেখা দেয়। সামরিক কোন্দলে নিহত প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের কোনও যোগ্য পুরুষ প্রতিনিধি বা উপযুক্ত সন্তান না থাকায় তাঁর স্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় আনা হয়। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত তাঁর এ নেতৃত্বকেও জনগণ মেনে নেয়।

এভাবে "শুধু আন্দোলনে অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব দানই নয় বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকটেও বার বার মহিলারা হাল ধরেছেন বটে। আমেনা বেগম ও সাজেদা চৌধুরী এভাবে নিজ নিজ দলের সংকটে এগিয়ে এসেছেন।"[১৭]

Dhaka University Institutional Repository

এদেশের অতীত প্রতিকূল পরিবেশেও রাজনৈতিক আন্দোলনে এবং রাজনৈতিক কর্মকান্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণ করার এবং অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যে গৌরবময় ইতিহাস রয়েছে সে ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে অনুসরন করেই বর্তমান সময়ের মহিলাদেরকে রাজনীতিতে অংশগ্রহনে উৎসাহিত করতে এবং এরূপ অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাঁদের যোগ্যতাকেও বিকশিত করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. পূরবী বসু,"প্রথমা বাঙালী", *মাসিক রূপান্তর,* ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, চৈত্র-বৈশাখ, ১৩৯৮-৯৯, পৃঃ ১৬।

২. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, "সরোজিনী নাইডুঃ উপমহাদেশে নারী -আন্দোলন ও ক্ষমতায়নের পথিকৃৎ," *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা,* পঞ্চদশ খন্ড, প্রথম সংখ্যা, জুন ১৯৯৭,পৃঃ ৫১।

৩. পূরবী বসু, প্রাগুক্ত।

৪. মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন,* ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃঃ ৭৪।

৫. মালেকা বেগম "রাজনীতিতে নারী ও নারী স্বার্থে রাজনীতি", *অনন্যা, চতুর্থ* বর্ষ, বিংশতি সংখ্যা, আগষ্ট ১-১৫, ১৯৯২,পৃঃ ৩৫।

৬. মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন,* ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃঃ ৯২-৯৩।

৭. কাজী সুফিয়া আখতার, "গ্রামীণ নেতৃত্বে প্রথম শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরা", *দৈনিক ইত্তেফাক,* ২৮শে অক্টোবর, ১৯৯৬,পৃঃ ৫।

৮. মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন,* ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃঃ ৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

৯. কাজী সুফিয়া আখতার,"প্রাগুক্ত"।

১০. মোঃ ফেরদৌস হোসেন, "বাংলাদেশের নারীদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থানঃ একটি বিশ্লেষণ", *বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা,* ৫ম খন্ড, বার্ষিক সংখ্যা, ১৩৯৪, পৃঃ ৫৭।

১১. কাজী সুফিয়া আখতার, "মুক্তিযুদ্ধে নারী", *অনন্যা*, বর্ষ ৯, সংখ্যা ১১, মার্চ ১৬-৩১, ১৯৯৭, পৃঃ ১৮।

১২. প্রাগুক্ত।

১৩. Editorial, "Woman in Bangladesh", Observer Magazine, *The Bangladesh Observer, August 25*, 1995, p.4.

১৪. মোছাঃ মার্জিয়া খাতুন, "নারী ও রাজনীতিঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ", *দৈনিক সংবাদ,* মার্চ ২৫, ১৯৯৫, পৃঃ৬।

১৫. Editorial, "Woman in Bangladesh", Observer Magazine, *The Bangladesh Observer*, August 25, 1995, p.4.

১৬. মাহফুজ পারভেজ, "দেশ জাতি ও সমাজ সম্পর্কে মহিলা সংগঠনগুলো কি ভাবছে?", *রোববার,* মার্চ ১৭, ১৯৯১, পৃঃ ৩০।

১৭. *ভোরের কাগজ,* ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭, পৃঃ ১০।

Dhaka University Institutional Repository

২.খ. বাংলাদেশের মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা

বাংলাদেশের বৃহত্তম পাশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠী হচ্ছে এদেশের মহিলারা। কেননা, "ধর্ম-বর্ণ ও শিক্ষা-দীক্ষা নির্বিশেষে সামাজিক অবস্থান সহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে নারীরা।"[১] একটি দেশের অর্থনৈতিক মুক্তি ও শোষন হীন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা সে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। সাথে সাথে দেশের সামগ্রিক অগ্রগতি, রাজনৈতিক উন্নয়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং নারী-পুরুষের সম-অধিকার নিশ্চিত করার জন্য সমতার ভিত্তিতে মহিলাদেরও পূর্ণ অংশগ্রহণ প্রয়োজন। কাজেই একথা বলা যায় যে, কোন দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক অবস্থানের সাথে মহিলাদের রাজনৈতিক অবস্থানের প্রশ্নটিও জড়িত। তবে আর্থ-সামাজিক অবস্থা যাই হোক না কেন, মহিলাদের অবস্থা তুলনামূলকভাবে পৃথিবীর সব দেশেই খারাপ দেখা যায়। "বরাবরাই আমরা দেখেছি যে, একই পরিবেশে বসবাসরত পুরুষদের চেয়ে মহিলাদের অবস্থা বেশী খারাপ।"[২] বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হচ্ছে না।

আমাদের দেশের মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা স্মরনাতীত কাল থেকেই অনাকাঙ্খিতভাবে অনুন্নত পর্যায়ে রয়েছে। জন্মের পর থেকেই এদেশের মেয়েরা পরিবারের সদস্য সদস্যাদের কাছ থেকে বিমাতাসুলভ ব্যবহার পেতে শুরু করে। পরিবারের ছেলে সন্তানের চেয়ে মেয়ে সন্তান খাওয়া-দাওয়া, শিক্ষা-দীক্ষা ও আদর-যত্ন তুলনামূলকভাবে কম পেয়ে থকে। পরিবারে মেয়ে সন্তানের জন্ম হলে বাবা, মা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের কাছে তা বোঝা মনে হয়। আর ছেলে

Dhaka University Institutional Repository

সন্তানকে ভবিষ্যৎ আয়ের উৎস, বাবা-মায়ের বৃদ্ধ বয়সের নিরাপত্তা এবং পরিবারের সম্পদ বলে গণ্য করা হয়। জনাব আহসান উল্লাহ্ উল্লেখ করেছেন, "The mother of a male child has more security in the family and higher social status[৩] compared to the mother of a female child." এমনকি পর পর দু'টি বা তিনটি কন্যা সন্তান জন্ম হলে বা আদৌ কোনও ছেলে সন্তান না হলে মাকে তিরস্কার করা থেকে আরম্ভ করে পরিবার থেকে তাড়িয়ে পর্যন্ত দেয়া হয়। পরিবারে মেয়েদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির জন্য যে ব্যয় করা হয় তা প্রকৃত পক্ষে একজন মানুষ ভেবে করা হয় না, বরং তা করা হয় ভবিষ্যতের জন্য একজন যোগ্য 'স্ত্রী' এবং 'সন্তান জন্মদানকারী মা' তৈরীর জন্য। সেজন্যই হয়ত ঈক্ষ. খতরভবত ঔবতঢ়য়শ বলেছেন, "Here in Bangladesh the role of women are domestic in nature and they have been relegated primarily to play the role of docile daughters, obedient wives and dependent mothers."[৪] সে অর্থে, "এ সমাজে মহিলারা হচ্ছে ভোগের সামগ্রী, কলুর বলদের মত শতাব্দীর সকল পশ্চাৎপদতা ও শোষণের শিকার - বিনা পয়সার দাসী।"[৫] আবার একই অর্থে মহিলাদেরকে পুরুষদের গৃহপালিত জীবও বলা যায়। কেননা, আমাদের সমাজ পুরুষ শাসিত। পুরুষরাই সমাজের সর্বক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করে আসছে। পুরুষদের ঘরের প্রয়োজন মিটানোর জন্যই যেন এদেশের মহিলাদের জন্ম।

Dhaka University Institutional Repository

> "Our society is predominantly a male dominated society with the result that the will of the father or husband or even of her son prevails. Traditionally and culturally women have unequal access to social power, profession and decision making position. They are subject to class exploitation."[৬]

সুতরাং এরকম একটি পুরুষ শাসিত সমাজে মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা কতটা পশ্চাৎপদ তা সহজেই অনুমেয়। নিম্নের মন্তব্য সমূহ থেকে মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা আরও ভালভাবে অনুমান করা সম্ভব বলে গবেষক মনে করেঃ

> "Physical violence, mental torture and economic deprivation are still a regular part of woman's life in our society. They are subject to remarks, jokes and abuse on their appearance and mode of dress."[৭] একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে আজও বাংলাদেশের মহিলরা হত্যা, ধর্ষন ও যৌতুকের করুন শিকার। "Sexual harassment has become a regular feature in all spheres of a women's life irrespective of her age and society to which she belongs."[৮] "সিলেটের ছাতকছড়া গ্রামের নুরজাহান ও দিনাজপুরের ইয়াসমীনের ললাটের লিখন এদেশের শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি চূড়ান্ত কলংক লেপন করেছে।"[৯] "Due to the continuous deterioration of social values, women do not feel safe to move alone even at day time."[১০] বিশেষ করে পল্লী এলাকার মহিলারা তুলনামূলকভাবে বেশী নির্যাতন ও বঞ্চনার শিকার।,

বাংলাদেশের মহিলাদেরকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা, দমন করা, নির্যাতন করা ও অধিকারের ক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি করার প্রবনতার জন্য

সামগ্রিকভাবে আর্থ-সামাজিক পশ্চাৎপদতাই দায়ী। "The real cause for women's sufferings lies deep-rooted in the socio-economic environment and cultural values where people are brought up."[১১] মোট কথা আর্থিক স্বচ্ছলতার অভাব, পুরুষদের অনমনীয় মনোভাব, আইনগত প্রতিবন্ধকতা, রাজনৈতিক দল ও নেতাদের বাস্তবমুখী পদক্ষেপের অভাব, ধর্মীয় কুসংস্কার এবং সর্বোপরি সামাজিক কুসংস্কার এদেশের মহিলাদেরকে পেছনে ফেলে রেখেছে। সাথে সাথে দারিদ্র, অর্থনৈতিক দূর্বলতা, অশিক্ষা, ধর্মীয় বিধান ইত্যাদিও তাদেরকে পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে অন্যের উপর নির্ভরশীল করে রেখেছে। সুতরাং রাজনীতির মত পেশায় মহিলাদের ব্যাপকহারে এবং পূর্ণ অংশগ্রহণ একটি জটিল বিষয়। "বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার নিয়ম-কানুন বা আচার-পদ্ধতিগত পরিবেশের কারণে মহিলারা নেতৃত্বের যথার্থ প্রতিযোগিতায় শামিল হওয়ার সুযোগ পান না[১২] এবং একই কারণে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের অগ্রগতিও সাধিত হচ্ছে না।"

"বিশ্ব নারী দশকে জাতিসংঘ কর্তৃক যে জরিপ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে সে রিপোর্ট অনুযায়ী ধনতান্ত্রিক দেশের মেয়েরা এখনও বৈষম্যের শিকার, কিন্তু একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশের মেয়েরা কোন প্রকার বৈষম্যের শিকার নয়। এক্ষেত্রে মূল কারণ হিসেবে বলা যায় এর কারণ দু'টি – ভিন্ন আর্থ সামাজিক কাঠামো ও নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী।"[১৩] গণতান্ত্রিক সমাজেরও মূল লক্ষ্য রাজনীতিসহ জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে মহিলাদের সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। তাই সমাজ ব্যবস্থার

Dhaka University Institutional Repository

স্তরে স্তরে যে সব বাস্তব অবস্থা ও মনোজাগতিক সংকট তাদের পশ্চাৎপদতাকে ত্বরান্বিত করছে তা তাৎক্ষনিকভাবে চিহ্নিত করে দূর করার জন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা অপরিহার্য। তবে বাংলাদেশের মত একটি সমাজের সার্বিক অচলায়তন ভাঙ্গা ততটা সহজ নয়। এজন্য প্রয়োজন সমাজকর্মী, মহিলা সংগঠন, রাজনীতিবিদ, সরকার ইত্যাদি সকল মহলকে সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ করে কাঠামোগত আমূল পরিবর্তন এনে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাকে নতুন ভাবে ঢেলে সাজানো। জনাব আহসান উল্লাহ্ এ লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন মহিলাদের নিরক্ষরতা দূর করে কর্মসংস্থান সৃষ্টির উপর। তিনি উল্লেখ করেছেন, "The socio-economic condition of women can be improved through eradication of illiteracy and by broadening the horizon of job opportunities for them."[১৪] দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রয়োজন সরকার, সমাজকর্মী, রাজনৈতিক দলসমূহ, মহিলা সংগঠন এবং এন.জি.ও. সমূহকে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে প্রয়োজনীয় সাপোর্ট সার্ভিস প্রদান করা। জনাব আবদুল মতিনের মতে, "সরকারের পাশাপাশি এন.জি.ও. ফোরামসমূহ, জাতির বিবেক সাংবাদিক সমাজ, সমস্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী ও সত্যিকারের ধর্মপ্রান মানুষকেও নারী সমাজের দাবী প্রতিষ্ঠায় সম্মিলিত ভাবে এগিয়ে আসতে হবে।"[১৫] দেশে অগনিত রাজনৈতিক দল রয়েছে। তাছাড়া রয়েছে মহিলা পরিদপ্তরে নিবন্ধীকৃত প্রায় হাজার খানেক মহিলা সংগঠন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, বাংলাদেশ নারী সমিতি, ঢাকা বিজনেস এন্ড প্রফেশনাল উইমেন ক্লাব, ফেডারেশন অব বিজনেস এন্ড প্রফেশনাল উইমেন ক্লাব, বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ, উইমেন ফর উইমেন,

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ নারী অধিকার আন্দোলন, বাংলাদেশ নারী মুক্তি সংসদ, জাতীয় মহিলা লীগ, জাতীয় আইনজীবী সমিতি ইত্যাদি। অন্য একটি উৎস থেকে জানা যায় -

> "There are 835 women's voluntary organisations working closely with the people to improve the socio-economic conditions of women in Bangladesh. The work in the field of health, family planning, agriculture, cottage industries, handicrafts, children's care, education, integral rural development, income generating activities etc."[১৬]

তবে এসব সংগঠন ও এন.জি.ও. সমূহ বাংলাদেশের মহিলাদের সার্বিক আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার তেমন কোন অগ্রগতি আনয়ন করতে পারেনি। বিশেষ করে রাজনৈতিকভাবে মহিলাদের তেমন কোন অগ্রগতি ঘটাতে পারেনি। তার প্রমাণ মেলে জনাব আহসান উল্লাহ-র বক্তব্য থেকে। তিনি তার প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, "The failure of the various women's organizations to draw public support indicates Bengali women's weakness and narrow political platform."[১৭]

কাজেই, বাংলাদেশের সার্বিক প্রেক্ষাপটের আলোকে একথা বলা যায় যে, এদেশের মহিলারা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ সহ সকল ক্ষেত্রেই অনুন্নত, অবহেলিত, নির্যাতিত ও পশ্চাৎপদ। তবে সময়ের বিবর্তনের ধারায় তারা যে ধীরে ধীরে হলেও এগিয়ে চলছে সে কথা স্বীকার করতে হবে। ১৯৭২-৭৫-এর মাঝামাঝি সময়

Dhaka University Institutional Repository

পর্যন্ত মহিলাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য তৎকালীন সরকার ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল। উদাহরণস্বরূপ চাকুরীতে মহিলাদের কোটা ব্যবস্থার প্রবর্তন, সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন ইত্যাদি। পরবর্তী সরকারগুলোও এধারা অব্যাহত রাখে। বিশেষ করে মহিলাদের অবৈতনিক শিক্ষা ও উপবৃত্তি প্রবর্তন উল্লেখযোগ্য। তবে এসব ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধনে পরবর্তী সরকারগুলো ততটা সফল হয়নি। অবশ্য বর্তমান সরকারের আমলে মহিলাদেরকে উন্নয়ন ধারার সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য ইতোমধ্যেই জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ঘোষণা করেছে এবং মহিলাদের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

পর পর দু'টো সরকারের সরকার প্রধান ছিলেন এবং আছেন দু'জন মহিলা ব্যক্তিত্ব। প্রধান বিরোধী দলেও ঘুরে ফিরে এ দু'জনই ছিলেন এবং আছেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে এ দু'জন মহিলা ব্যক্তিত্বের ক্ষমতায় আসা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এজন্য যে, তাঁরা দু'জনেই ক্ষমতা কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন দেশের সর্বকালের অবাধ, নিরপেক্ষ এবং সর্বজন গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে। নির্বাচন পরিবেশের এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকলে তা দীর্ঘমেয়াদে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে সাহায্য করে দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের উন্নয়ন ঘটাবে বলে আশা করা যায়।

জাতীয় রাজনীতির পাশাপাশি মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য এবং একই সাথে এদেশের পশ্চাৎপদ মহিলা সমাজের কল্যাণে মৌলিক ও বৈপ্লবিক পদক্ষেপ নেওয়ার উন্মুক্ত সুযোগ ছিল বিগত প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার জন্য এবং এখনও রয়েছে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্য। মহিলাদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতির জন্য যে কোন ইতিবাচক ও কার্যকরী পদক্ষেপ তাঁদের ভবিষ্যৎ রাজনীতিকে সমৃদ্ধ করবে এবং মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের পরিবেশ সৃষ্টি করে দেশের সার্বিক অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করবে। একই সাথে সে সুযোগ যথাযথভাবে কাজে লাগানোর মাধ্যমে নেত্রীদ্বয় মহিলাদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়ন ঘটিয়ে তাদের জনপ্রিয়তা আরো বৃদ্ধি করতে পারবে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. *অনন্যা,* ৮ম বর্ষ, সংখ্যা ১৬, জুন ১-১৫, ১৯৯৬, পৃঃ ১৩।

২. নাহার পারভীন পপি, "চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনের প্রেক্ষিত," *দৈনিক দিনকাল,* জুলাই ২৫, ১৯৯৫, পৃঃ৫।

৩. A.K.M. Ahsan Ullah, "Women's Status and Their Socio-economic Position," *Evidence– A National Weekly*, Vol. 12, Issue-38, Nov. 3, 1994, p.24.

৪. Dr. Maliha Khatun, "Role of Women Activities for the Development of Bangladesh," *Bangladesh Quarterly*, Vol. 14, No.4, June 1994, p.21.

৫. আয়শা খানম, "আর্থ-সামাজিক কাঠামো ও নারী সমাজ", *নারী জাগরন ও মুক্তি,* ঢাকা, জুন ১৯৮৬, পৃঃ ৩৫-৩৬।

৬. Dr. Maliha Khatun, Op. Cit., p.22.

৭. Nazma Ara Hussain, "Socio-economic Aspects of Women's Uplift," *The Bangladesh Observer*, Nov.2, 1991, p.5.

৮. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

৯. আবদুল মতিন, "নারী জাগৃতির ঘন্টা বেজেছে," *রোববার,* অক্টোবর ১৯৯৫, পৃঃ৪১।

১০. Nazma Ara Hussain, প্রাগুক্ত।

১১. প্রাগুক্ত।

১২. জেসমীন খালেদ শাহীন (অনুবাদক), "সমতা, উন্নয়ন ও শান্তির জন্য আন্দোলন," *দৈনিক ইত্তেফাক,* আগষ্ট ২৮, ১৯৯৫, পৃঃ৫।

১৩. আয়শা খানম, "আর্থ-সামাজিক কাঠামো ও নারী সমাজ", *নারী জাগরন ও মুক্তি,* ঢাকা, জুন ১৯৮৬, পৃঃ ৩৫-৩৬।

১৪. A.K.M. Ahsan Ullah, Op. Cit.

১৫. আবদুল মতিন, "নারী জাগৃতির ঘন্টা বেজেছে,", *রোববার,* অক্টোবর ১৯৯৫, পৃঃ৪১।,

১৬. Dr. Maliha Khatun, Op. Cit., P.25.

১৭. A.K.M. Ahsan Ullah, Op. Cit.

Dhaka University Institutional Repository

২.গ. বাংলাদেশের মহিলাদের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা

বাংলাদেশের রাজনীতিতে মহিলাদের অবস্থান স্বাধীনতার পূর্ব অবস্থা থেকে বর্তমানে কিছুটা হলেও উন্নত পর্যায়ে পৌছেছে। "স্বাধীনতা-পূর্ব প্রাদেশিক পরিষদে মহিলা সদস্য ছিল মাত্র দু'জন।"[১] স্বাধীনতার পর জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য ১৫টি আসন সংরক্ষিত রাখা হয়। পরবর্তীকালে তা বাড়িয়ে ৩০টিতে উন্নীত করা হয়। সংরক্ষিত ৩০টি আসন ছাড়াও বাকী ৩০০টি আসনে মহিলাদের সরাসরি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার অধিকার দেয়া হয়েছে। যদিও পর পর দু'টো সরকার প্রধান ও বিরোধী দলের নেতৃত্বে ছিলেন এবং রয়েছেন মহিলা, তবুও এর দ্বারা বাংলাদেশের রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণের হার, ব্যাপকতা ও সক্রিয়তা সন্তোষজনক একথা বলা যাবে না। "A woman prime minister and opposition leader did not necessarily mean the participation of women in politics."[২] তাছাড়া, আবার নিশ্চিত করে একথাও বলা যাবে না যে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মহিলারা সম্পূর্ণ সচেতন, সক্রিয়, অগ্রসরমান এবং সংগঠিত। রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায়ও আমাদের দেশের মহিলাদের অভিজ্ঞতা যথেষ্ট কম। ডঃ নাজমা চৌধুরী তার গবেষণা প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, "At every level begining from the local to the national, particularly in structures and institutions of politics, the presence of women is in no way extensive, organised or integrated."[৩]

Dhaka University Institutional Repository

তবে বিশ্বব্যাপী মহিলাদের রাজনৈতিক ক্ষমতায় অবস্থানের তুলনায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক ক্ষমতায় মহিলাদের অবস্থানের চিত্র তুলনামূলকভাবে খারাপ একথা অবশ্য বলা যায় না। কারণ, ১৯৯১ সালের নির্বাচিত সরকার প্রধান এবং বিরোধী দলের প্রধান দু'জনই ছিলেন মহিলা। বর্তমানে ১৯৯৬ সালের নির্বাচনেও নির্বাচিত সরকার প্রধান এবং বিরোধী দলের প্রধান পদে অবস্থান করছেন ঘুরে ফিরে সে দু'জন মহিলাই। প্রতিটি সরকারেই কমপক্ষে নির্ধারিত ৩০ জন মহিলা সাংসদ/পার্লামেন্টারিয়ান ছিলেন। "১৯৯৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত গত শতকে যে ২৪ জন মহিলা রাষ্ট্র প্রধান অথবা সরকার প্রধান হয়েছেন তার অর্ধেকই হয়েছেন ১৯৯০ এর পর। ১৯৯৪ সালে গড়ে শতকরা ৫.৭ জন মন্ত্রী ছিলেন মহিলা যা ১৯৮৭ সালের চেয়ে ৩.৩% বেশী।"[৪] বাংলাদেশের জাতীয় ও নির্বাচনী রাজনীতিতে মহিলাদের প্রান্তিক অবস্থানের লক্ষ্যনীয় পরিবর্তন ঘটেছে বর্তমান শতাব্দীর আশি ও নব্বই-এর দশকে। আগের তুলনায় বর্তমানে অনেক বেশী হারে মহিলারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে, ভোট দেয়, রাজনৈতিক খবরাখবর নেয় এবং তা মূল্যায়ন করে। ১৯৯১ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী এবং ১৯৯৬ সালের ১২ই জুনের নির্বাচনে অনেক বেশী সংখ্যক ও বেশী হারে মহিলাদের ভোট দিতে লক্ষ্য করা গেছে। বিশেষ করে ১৯৯৭ সালের স্থানীয় পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে মহিলাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল লক্ষ্য করার মত। কারণ, সে নির্বাচনে প্রথম বারের মত প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদে মহিলাদের জন্য তিনটি করে অসন সংরক্ষিত রাখা হয়। "প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ফলে মহিলারা এতই আনন্দিত যে তারাও পুরুষদের মতই অনেক ক্ষেত্রে সচেতনভাবে নির্বাচন নিয়ে কথা বলেছেন।"[৫]

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আজকের মহিলারা তাদের স্বীয় প্রতিভা, দক্ষতা, নিষ্ঠা, যোগ্যতা ও সাহসিকতার দ্বারা পুরুষদের সাথে সমান তালে পাল্লা দেওয়ার চেষ্টা করছে।

> "১৯৯০ এর দশক এবং তার পর থেকে সারা বিশ্বের গড় চিত্রের মতই রাজনীতি এবং ক্ষমতায় বাংলাদেশের মহিলাদের অংশগ্রহণ বেড়েছে। বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোতে মহিলারা উল্লেখযোগ্য স্থান করে নিচ্ছে। দু'জন প্রধান নেত্রী ছাড়াও দলের বিভিন্ন পর্যায়েও অনেক মহিলা কর্মী রয়েছেন। অনেকগুলো রাজনৈতিক দলে মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা রয়েছে। প্রধান দলগুলোতে কেন্দ্রীয় এবং কার্যকরী কমিটিতে কিছু সংখ্যক মহিলা রয়েছেন।"[৬]

কিন্তু তথাপিও বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলসমূহের কাঠামো ও কর্ম পদ্ধতি এমন যে, এখানে মহিলাদের গণ অংশগ্রহণ ও কার্যকরী কমিটিতে পদ পাওয়ার ক্ষেত্রে তাঁরা তেমন উৎসাহিত হচ্ছে না এবং সুবিধা পাচ্ছে না।

২.গ.১. জাতীয় পর্যায়ে রাজনীতিতে মহিলাদের অবস্থানঃ "জাতীয় রাজনীতিতে বিশেষ করে নির্বাচনী রাজনীতিতে মহিলাদের প্রান্তিক অবস্থানের লক্ষ্যনীয় পরিবর্তন ঘটেছে আশি ও নব্বই দশকের রাজনৈতিক ও সুশীল সমাজ গঠনের আন্দোলনকালে।"[৭] ১৯৭৩ সালে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা ছিল ১৫টি। ১৯৭৯ সালে এ সংখ্যা ৩০টিতে উন্নীত করা হয়। এ আসনগুলোর সদস্যগণ নির্বাচিত হচ্ছে জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মনোনয়নের মাধ্যমে। ফলে, সংরক্ষিত আসনগুলোতে কখনই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। নিম্নে সংরক্ষিত আসনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে মনোনীত প্রার্থীদের সংখ্যা দেয়া হলোঃ

Dhaka University Institutional Repository

সারনী-২ ঃ সংরক্ষিত আসনে রাজনৈতিক দল-ভিত্তিক মনোনীত প্রার্থীদের সংখ্যা[৮] ঃ

নির্বাচনের সন	আসন সংখ্যা	রাজনৈতিক দলের প্রার্থী
১৯৭৩	১৫	আওয়ামী লীগ
১৯৭৯	৩০	বি.এন.পি.
১৯৮৬	৩০	জাতীয় পার্টি
১৯৮৮	—	—
১৯৯১	৩০	বি.এন.পি + জামায়াতে ইসলামী (২৮+২)
১৯৯৬	৩০	আওয়ামী লীগ+জাতীয় পার্টি (২৭+৩)

সংরক্ষিত আসনগুলোতে নির্বাচন পদ্ধতি পরোক্ষ থাকায় সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলেরই বিজয় নিশ্চিত হয়। সাধারণ মানুষের সাথে এসব মহিলা সাংসদদের তেমন কোন যোগাযোগ থাকে না। প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত একজন সাংসদ তার নির্বাচনী এলাকার প্রতি যতটা দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে পারেন, পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত মহিলা সাংসদগণ তাদের নির্বাচনী এলাকার দায়িত্ব সম্পর্কে যেমন খুব একটা সচেতন থাকেন না এবং পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত হওয়ার কারণে তাঁদের প্রভাব ও ক্ষমতাও ততটা থাকে না। তাছাড়া, পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত মহিলা সাংসদরা সাধারণ মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব করে একথাও বলা যাবে না।

Dhaka University Institutional Repository

> "১৯৭৬ সালের পূর্বে ২জন মাত্র মহিলা মন্ত্রী ছিলেন।" ১৯৮০-র দশকের নির্বাচনসমূহে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও ক্ষমতা গ্রহণের হারও ছিল খুবই সীমিত। "১৯৭৯ সালের সংসদ নির্বাচনে ২২২৫ জন প্রার্থীর মধ্যে মহিলা ছিলেন মাত্র ১৭ জন। নির্বাচিত হয়ে এসেছিলেন মাত্র ৩ জন। ১৯৭৯-এর মার্চ থেকে ১৯৮২-র মার্চ পর্যন্ত মোট ৮৯ জন মন্ত্রী পর্যায়ের নিয়োগ হয়েছিল। তাতে মাত্র ১ জন ছিলেন মহিলা। ৫৪ জন প্রতিমন্ত্রীর মধ্যে মাত্র ৩ জন এবং ১১ জন উপমন্ত্রীর মধ্যে মহিলা ছিলেন মাত্র ৪ জন। অর্থাৎ ১৫৪ টি মন্ত্রী পর্যায়ের পদে মাত্র ৮ জন ছিলেন মহিলা।"[১০]

১৯৯১ সালের নির্বাচনে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের বাইরে প্রত্যক্ষভাবে সারসরি নির্বাচন করে সংসদে এসেছিলেন ৪ জন নেত্রী। এদের মধ্যে ছিলেন বি.এন.পি-র খালেদা জিয়া এবং আওয়ামী লীগের শেখ হাসিনা, মতিয়া চৌধুরী ও সাজেদা চৌধুরী।

১৯৯৬ সালের সংসদ নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আসনে মহিলারা সরাসরি নির্বাচনে অংশ নেন। "জনগনের প্রত্যক্ষভোটে সরসরি নির্বাচিত হওয়ার জন্য ৩০০টি আসনের মধ্যে ৪৮টি অসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন মহিলারা।"[১১] একাধিক আসনে মহিলারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য সর্বমোট মহিলা প্রার্থীতা ৪৮-এ দাঁড়ায়। "৪৮ টি আসনের মধ্যে ৫টিতে বেগম খালেদা জিয়া, তিনটি করে আসনে শেখ হাসিনা ও রওশন এরশাদ এবং বাকিরা একটি করে অসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এদের মধ্যে শেখ হাসিনা ৩টিতেই, খালেদা জিয়া ৫টিতে, রওশন এরশাদ ১টিতে, মতিয়া চৌধুরী ১টিতে এবং খুরশীদ জাহান হক ১টি আসনে জয়ী হন।"[১২] এ সংসদ নির্বাচনে মহিলা প্রার্থী ছিলেন ৩৬ জন। মোট

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচনী এলাকা ছিল ৪৪টি। মহিলারা বিজয়ী হয়েছেন ১১টি আসনে। তবে প্রকৃতপক্ষে সাংসদ হন ৫ জন মহিলা। পরবর্তীতে অনুষ্ঠিত ১৫টি আসনের উপনির্বাচনে নির্বাচিত হয়েছেন দু'জন মহিলা প্রার্থী। ১৯৯৬ সালের ১২ই জুনের সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে বলা হয়েছিল,

> "নারী ও শিশুর সার্বিক উন্নয়ন অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী সমাজের সমান অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে এবং নারী সমাজকে উন্নয়নের মূল ধারায় সম্পৃক্ত করা হবে।" [১৩]

দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম দল বি.এন.পি. তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লেখ করেছিল,

> "যুগ যুগ ধরে সামাজিক সুবিধাদির অনুপস্থিতিতে এবং বহুল পরিমান উদাসীনতার কারণে মহিলারা তুলনামূলকভাবে পশ্চাৎপদ রয়ে গেছেন। জনসংখ্যার অর্ধেক অংশকে শিক্ষাহীন, আত্মবিশ্বাসহীন ও পরনির্ভরশীল রেখে কোন জাতি সামগ্রিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জন করতে পারে না। মহিলাদেরকে যথার্থ সামাজিক অবস্থান ও মহৎ মর্যদায় প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় নষ্ট করে ফেলেছি। এ অবস্থা আর চলতে দেয়া যায় না। তাদের ঘোষিত বিভিন্ন পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে মেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষা এবং উপবৃত্তি কর্মসূচী, সরকারী চাকুরিতে মহিলাদের জন্য সুযোগ বৃদ্ধি করা, বয়স্ক মহিলাদের জন্য শিক্ষা কর্মসূচী চালু করা, কর্মজীবী মহিলাদের কর্মক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ সরকারী তদারকি ব্যবস্থা চালু করা। দেশের বড় বড় শহরগুলোতে কর্মজীবী মহিলাদের আবাসিক সমস্যা দূর করার জন্য হোস্টেল সুবিধা প্রদান, প্রসূতি মৃত্যুর হার পর্যায়ক্রমে কমিয়ে আনা, পল্লী কর্মসূচী সম্প্রসারন করা ইত্যাদি।" [১৪]

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের মৌলবাদী রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামী তাদের ইশতেহারে মহিলাদের প্রতিভা ও যোগ্যতা বিকাশের কথা বললেও অতি সুকৌশলে এর সীমা বেধে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছিল, "মহিলাদের শরীয়তের সীমার মধ্যে জীবিকা অর্জন এবং জাতি গঠনমূলক কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হবে।"[১৫] জাতীয় পার্টি তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনে সংখ্যানুপাতিক হারে নির্বাচিত হওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। মহিলাদের আর্থিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নের কথাও তারা বলেছে। মহিলাদের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ, নির্যাতন রোধ ইত্যাদি গতানুগতিক অনেক কথাই বলেছে।"[১৬]

২.গ.২ ইউনিয়ন পরিষদে মহিলাদের অবস্থানঃ প্রায় একশত বছরের বেশী সময় ধরে এদেশে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো চালু রয়েছে। কিন্তু সেখানে উচ্চ পদগুলোতে সব সময়ই ছিল পুরুষদের আধিপত্য। বিগত বছরগুলোতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বী মহিলা প্রার্থীদের ও নির্বাচিত মহিলা প্রার্থীদের অবস্থান কেমন ছিল তা নিম্নের সারনীর মাধ্যমে অনুধাবন করা যায়ঃ

সারনী-৩ঃ ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে, প্রতিদ্বন্দ্বী ও নির্বাচিত মহিলাদের অবস্থান[১৭] ঃ

নির্বাচনের সন	ইউনিয়ন সংখ্যা	প্রতিদ্বন্দ্বী মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা	নির্বাচিত মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা
১৯৭৩	৪৩৫২	–	১
১৯৭৭	৪৩৫২	–	৪
১৯৮৪	৪৪০০	–	৬=(৪+২*)
১৯৮৮	৪৪০১	৭৯	১
১৯৯২	৪৪৫০	১১৫	১৮
১৯৯৭	৪৪৫৩	১০২	২০

*উপনির্বাচনে নির্বাচিত।

১৯৯৭ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে দেশের প্রায় ৪ হাজার ৪ শত ৫৩টি ইউনিয়নে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল মোট ৪৫২৭ জন প্রার্থী এবং ভোটার সংখ্যা ছিল প্রায় ৫ কোটি। এ নির্বাচনকে অধিকতর জনপ্রতিনিধিত্বমূলক করার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার পর্যায়ে পূর্বেকার ৩ ওয়ার্ডের পরিবর্তে এবার প্রতিটি ইউনিয়ন বিভক্ত হয়েছে ৯টি ওয়ার্ডে - যার প্রতিটি থেকে জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন একজন করে সদস্য। এ ৯টি সদস্য পদে চেয়ারম্যানসহ নির্বাচিত হতে পেরেছেন মহিলা-পুরুষ নির্বিশেষে যে কোন প্রার্থী। মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য মনোনয়নের বদলে ৩টি ওয়ার্ডে ৩টি সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। নিম্নের সারনী থেকে এ নির্বাচনে বিভাগ ওয়ারী বিভিন্ন পদে ও আসনে প্রতিদ্বন্দ্বী মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা এবং নির্বাচিত মহিলাদের সংখ্যা সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যাবেঃ

Dhaka University Institutional Repository

সারনী-৪ঃ ১৯৯৭ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে বিভাগ ওয়ারী অংশগ্রহণকারী ও নির্বাচিত মহিলা প্রার্থী ঃ

পদের বর্ণনা	বিভাগ ওয়ারী প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা						বিভাগ ওয়ারী নির্বাচিত প্রার্থীর সংখ্যা					
	ঢাকা	বরিশাল	খুলনা	রাজশাহী	সিলেট ও চট্টগ্রাম	মোট	ঢাকা	বরিশাল	খুলনা	রাজশাহী	সিলেট ও চট্টগ্রাম	মোট
চেয়ারম্যান	৩৫	১৩	১৩	২৫	১৬	১০২	৬	৫	২	৪	৩	২০
সদস্যঃ সাধারণ আসন	৯৩	৪৪	৪	২৯৪	২১	৪৫৬	২৩	১৩	০	৬৫	৯	১১০
সদস্যঃ সংরক্ষিত আসন	১২০৭২	৩১২৯	৫৮৮০	১৩০৪৩	৯৮৪৫	৪৩৯৬৯	৩৫৩৫	৯৭২	১৬১৪	৩১২৫	৩৪৭৭	১২৭২৩
মোট	১২২০০	৩১৮৬	৫৮৯৭	১৩৩৬২	৯৮৮২	৪৪৫২৭	৩৫৫৪	৯৯০	১৬১৬	৩১৯৪	৩৪৮৯	১২৮৫৩

উৎসঃ দৈনিক সংবাদ, মে ১৬, ১৯৯৮, পৃঃ ১২ (থেকে সংগৃহীত, বিন্যাসিত ও সারনীকৃত)।

Dhaka University Institutional Repository

উপরের সারনী থেকে লক্ষ্য করা যায় যে, ১৯৯৭ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে বিভিন্ন পদে ও আসনে মোট ৪৪৫২৭ জন মহিলা প্রার্থী অংশগ্রহণ করেন এবং তন্মধ্যে ১২৮৫৩ জন মহিলা প্রার্থী নির্বাচিত হন। অংশগ্রহণকারী এসব প্রার্থীদের মধ্যে চেয়ারম্যান পদে ১০২ জন, সাধারণ সদস্য আসনে ৪৫৬ জন এবং সংরক্ষিত সদস্য আসনে ৪৩৯৬৯ জন প্রার্থী অংশগ্রহণ করেছিলেন। আর নির্বাচিত হয়েছিলেন ২০ জন চেয়ারম্যান পদে, ১১০ জন সাধারণ সদস্য আসনে এবং ১২৭২৩ জন সংরক্ষিত সদস্য আসনে।

১৯৯৭ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন সারা দেশের সকল স্তরের মহিলাদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিল। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের প্রত্যন্ত এলাকার মহিলাদের মধ্যে এনে দিয়েছিল এক প্রান চাঞ্চল্য। "নির্বাচন কমিশনের মতে এবারের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে শতকরা ৮০ ভাগ জনসাধারণ অংশগ্রহণ করেছে। আর মহিলাদের অংশগ্রহণের হার ছিল শতকরা ৮৫ থেকে ৯০।"[৮] এ নির্বাচনের মাধ্যমে শতাব্দীর অচলায়তন ভেঙ্গে মহিলা প্রার্থীরা গ্রামীণ রাজনীতির টানাপোড়ানে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। স্হানীয় পর্যায়ে মহিলাদের উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করণের মাধ্যমে মহিলাদের যেমন ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে, তেমনি তাদের আইনগত ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাওয়া সহ মতামত প্রকাশের এবং স্বার্থ রক্ষার সুযোগও বৃদ্ধি পেয়েছে। মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের এবং ক্ষমতায়নের জন্য তা পথিকৃত ও মাইলফলক হিসেবে গণ্য হবে। এ নির্বাচনের দৃষ্টান্ত ভবিষ্যতে বহু মহিলাকে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে ও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে উৎসাহিত করবে। একই সাথে এখন থেকে তারা দেশ, জাতি, মানুষ এবং বিশেষভাবে মহিলাদের অধিকার নিয়ে ভাবতে শুরু করবে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. আবুল হোসেইন আহমেদ ভূঁইয়া, "নারী ও সমাজঃ বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিত", *ক্ষমতায়ন*, হামিদা আখতার বেগম সম্পাদিত, উইমেন ফর উইমেন-গবেষণা ও পাঠচক্র, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ১৯৯৬, পৃঃ ৪৩।

২. *The Daily Star*, June 1, 1992, p.12.

৩. Nazma Chowdhury, "Women's Participation in Politics: Marginalisation and Related Issues," In *Woman and Politics*, Naz ma Chowdhury and others (eds.), Women for Women, Dhaka November 1994, p.16.

৪. উপসম্পাদকীয়, "রাজনীতি ও প্রশাসনে নারী", *দৈনিক সংবাদ*, ২৬ শে আগষ্ট, পৃঃ৩।

৫. ডঃ শওকত আরা হোসেন, "নারী ও ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন" *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ই জানুযারী, ১৯৯৮, পৃঃ৫।

৬. *দৈনিক সংবাদ*, ১১ই ভাদ্র, ১৪০২ সাল (বাংলা) পৃঃ৬।

৭. *রোববার*, ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৯৫, পৃঃ ১।

৮. ডঃ শওকত আরা হোসেন, "সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্বঃ ২০০১ সালে কি হবে?" *দৈনিক বাংলাবাজার*, ২৫শে জুন, ১৯৯৭, পৃঃ৪।

৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৭শে জুন, ১৯৯৪, পৃঃ৫।

Dhaka University Institutional Repository

১০. *দৈনিক সংবাদ,* ১১ই ভাদ্র, ১৯৯৫, পৃঃ৬।

১১. অলোক বসু, "শেখ হাসিনার বিজয়ঃ রাজনীতিতে নতুন অধ্যায়," *অনন্যা,* বর্ষ ৮, সংখ্যা ১৭, ১৫-৩০ জুন, ১৯৯৬, পৃঃ১২।

১২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২।

১৩. প্রচ্ছদ প্রতিবেদন, "নির্বাচনঃ নারীর প্রত্যাশা", *অনন্যা,* ৮ম বর্ষ, সংখ্যা ১৬, ১-১৫ জুন, ১৯৯৬, পৃঃ ১৩।

১৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪।

১৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪-১৫।

১৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬।

১৭. সৈয়দা রওশন কাদির, "পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনে মহিলা কমিশনারদের ভুমিকা," *ক্ষমতায়ন,* হামিদা আখতার বেগম সম্পাদিত, উইমেন ফর উইমেন-গবেষণা ও পাঠচক্র, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ১৯৯৬, পৃঃ ১৯।

১৮. ডঃ শওকত আরা হোসেন, "নারী ও ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন," *দৈনিক ইত্তেফাক,* ৭ই জানুয়ারী, ১৯৯৮, পৃঃ ৫।

Dhaka University Institutional Repository

২.ঘ. বাংলাদেশের জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা

ঢাকা শহর এবং রাজবাড়ী ও পাংশা থানা থেকে মোট ৫০ জন পুরুষ ও মহিলা উওরদাতার কাছ থেকে প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে উওর সংগ্রহ করা হয়েছে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের জনসাধারণের কাছ থেকে প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে উওর সংগ্রহ করার উদ্দেশ্য ছিল মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ সম্পর্কে তাদের চিন্তাভাবনা কি সে সম্পর্কে বর্তমান থিসিসে আলোকপাত করা। সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকদের কাছে মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করা হয়। সেসব প্রশ্নের উওরে উওর দাতারা বিভিন্ন রকম মতামত প্রদান করেছেন। উওরদাতাদের কাছে এ রকম একটি প্রশ্ন করা হয়েছিল - "বাংলাদেশের রাজনীতিতে মহিলাদের কতটুকু অংশগ্রহণ করা উচিত?" — এ প্রশ্নের উওরে উওরদাতাদের মতামত নিম্নোক্ত সারনীতে দেখানো হলঃ-

সারনী-৫ঃ মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের উপর উওরদাতাদের মতামত ঃ

উওর দাতার প্রকৃতি।	রাজনীতির সাথে কোন রকম সম্পৃক্ত থাকা উচিত না।	রাজনৈতিক খবরাখবর রাখা উচিত।	নির্বাচনে ভোট দেওয়া উচিত	রাজনৈতিক কর্মকান্ডে সরাসরি অংশগ্রহণ করা উচিত
সাধারণ জনগণ	৪০%	৫০%	৪০%	১০%
গৃহবধু	২০%	৪০%	৪০%	২০%
চাকুরীজীবী	৫০%	৩০%	৩০%	১০%
ছাত্রছাত্রী	১০%	৯০%	৯০%	৯০%
সমাজকর্মী	৪০%	৮০%	৮০%	৬০%
রাজনীতিবিদ	-	১০০%	১০০%	১০০%

উপরোক্ত সারনীতে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, "বাংলাদেশের রাজনীতিতে মহিলাদের কতটা অংশগ্রহণ করা উচিত?" — এ প্রশ্নের উওরে সাধারণ জনগণের ৪০% মনে করেন যে, মহিলাদের

Dhaka University Institutional Repository

কোন রকম রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত থাকা উচিত নয়। ৫০% মনে করেন মহিলাদের রাজনৈতিক খবরাখবর রাখা উচিত, ৪০% বলেছেন শুধুমাত্র নির্বাচনে ভোট দেওয়া উচিত এবং ১০% উত্তর করেছেন মহিলাদের প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা উচিত। সারনী থেকে আরও লক্ষ্য করা যায় যে, ৪০% গৃহবধু মনে করেন মহিলাদের রাজনৈতিক খবরাখবর রাখা উচিত, ৪০% বলেছেন তাদের শুধুমাত্র নির্বাচনে ভোট দেওয়া উচিত এবং ২০% বলেছেন মহিলাদের প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করা উচিত। মহিলাদের রাজনীতির সাথে কোন রকমই সম্পৃক্ত থাকা উচিত না – এ ধরনের মন্তব্য করেছেন ২০% গৃহবধু। চাকুরীজীবী উত্তর দাতাদের মধ্যে ৫০% উত্তর দিয়েছেন বর্তমান প্রেক্ষাপটে মহিলাদের রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে আদৌ কোনও রকম সম্পৃক্ত থাকা উচিত নয়, ৩০% বলেছেন মহিলাদের রাজনৈতিক খবরাখবর রাখা উচিৎ। ৩০% মনে করেন শুধুমাত্র নির্বাচনে ভোট দেওয়া উচিত এবং ১০% বলেছেন মহিলাদের সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করা উচিত। বর্তমান গবেষণায় যেসব ছাত্র-ছাত্রীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে তাদের মধ্যে ১০% মনে করেন মহিলাদের রাজনীতির সাথে কোনও রকম সম্পৃক্ত থাকা উচিত না এবং বাকী ৯০% মনে করেন মহিলাদের প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা উচিত। এ ৯০% ছাত্র-ছাত্রীর সকলেই মনে করেন যে, মহিলাদের রাজনৈতিক খবরাখবর নেওয়া উচিত এবং নির্বাচনে ভোট দেওয়া উচিত। আবার রাজনীতিবিদদের ১০০%ই এরকম মতামত দিয়েছেন যে, মহিলাদের প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সাথে জড়িত থেকে রাজনৈতিক খবরাখবর রাখা এবং ভোট দেওয়া উচিত। সমাজকর্মীদের ৬০% ভাগ প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণের পক্ষে এবং বাকী ৪০% অংশ গ্রহণ না করার পক্ষে মতামত প্রকাশ করেছেন।

এখানে লক্ষ্যনীয় যে, মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের মাত্রা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে রাজনীতিবিদ, ছাত্র-ছাত্রী এবং সমাজকর্মী উত্তর দাতাদের মধ্য থেকেই সর্বাধিক সমর্থন পাওয়া যায়। উপরোক্ত তিন শ্রেণীর উত্তর দাতাদের শিক্ষা, সচেতনতা এবং রাজনৈতিক মূল্যবোধই তাদেরকে এ

ধরণের মতামত প্রদানে প্রভাবিত করেছে। দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থায় চাকুরীজীবীদের মধ্যে অনেকেই মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণকে সমর্থন করেন না। এক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের মতামত থেকে বুঝা যায় যে, মহিলাদের সম্পর্কে বাংলাদেশের জনগণের যথেষ্ট অসচেতনতা এবং সনাতন মানসিকতা বিদ্যমান। মহিলাদেরকে তারা এখনও মানুষ হিসেবে বা নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি এবং সম-অধিকারের বিষয়টি মেনে নেয়নি। এমনকি মহিলারা নিজেরাও তাদের পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয়।

এছাড়াও, সাক্ষাৎকারের অন্যান্য প্রশ্ন থেকে প্রাপ্ত মতামতকে নিম্নোক্ত ভাবে বিশ্লেষণ করা যায়। যেমন, ৫০ জন উত্তর দাতার মধ্যে ২৯ জন অর্থাৎ ৫৮% ভাগ নির্বাচনে ভোট দেয় এবং বাকী ৪২% বিভিন্ন কারণে কখনও ভোট দেয় না। ৫৪% উত্তর দাতা কোন না কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থক এবং বাকী ৪৬% কোন রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করে না। আবার সার্বিকভাবে ৩০% উত্তর দাতা প্রভাবিত হয়ে ভোট দেয় এবং বাকী ৭০% ভোটদানের সময় অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয় না। উল্লেখ্য, সাধারণ জনগণ এবং গৃহবধুদের মধ্যেই প্রভাবিত হয়ে ভোটদানের প্রবনতা বেশী।

উত্তর দাতাদের অধিকাংশই মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সবচেয়ে বড় অন্তরায় হিসেব চিহ্নিত করেছেন অশিক্ষাকে। এছাড়া, নিরাপত্তার অভাব, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতা, সুস্থ্য রাজনৈতিক পরিবেশের অভাব ইত্যাদিও মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণকে বাধাগ্রস্থ করেছে বলে অনেকে মতামত দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

অবশ্য বর্তমানে সরকারী পর্যায়ে জাতীয় মহিলা উন্নয়ন নীতি ঘোষিত হয়েছে। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে এ নীতিমালা বাস্তবায়ন করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে অঙ্গীকারও ব্যক্ত করা হয়েছে। মহিলাদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে প্রতি ইউনিয়নে মহিলাদের জন্য ৩টি আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে। যেখানে শুধুমাত্র মহিলারাই প্রত্যক্ষভোটে নির্বাচিত হবেন। সরকারের এ নীতিমালা ও পদক্ষেপ সমূহ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক বাধা সমূহকে বহুলাংশে দূরীভুত করে তাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের পথকে প্রশস্ত করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় ৩

মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সমস্যাবলী

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের দেশের জনগণের একটি বিরাট অংশ হচ্ছে মহিলা। দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে ভারসাম্য নিশ্চিত করতে হলে রাজনীতিতে মহিলাদেরও অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন। তবে দেশের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণের বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ হলেও এখন পর্যন্ত তাদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য অবস্থায় পৌছায়নি। আবার আমাদের সমাজ ব্যবস্থাও রাজনৈতিক কর্মকান্ডে তাদের অংশগ্রহণকে পুরোপুরি স্বীকৃতি দেয়নি। তাছাড়া, আরও বহুবিধ বাধা বিপত্তির কারণে তারা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে না বা করতে পারে না। মহিলাদের রাজনৈতিক অবস্থার এরূপ পশ্চাৎপদতার জন্য নিরাপত্তাহীনতা, আর্থিক অস্বচ্ছলতা, শিক্ষার অভাব, পুরুষদের অনমনীয় মনোভাব, ধর্মীয় গোড়ামী, সামাজিক কুসংস্কার সহ বহুবিধ কারণ দায়ী। নিম্নে এসব সমস্যা সমূহ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলোঃ

৩.ক. পারিবারিক বাধা

পরিবার মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণে একটি বিরাট বাধা হিসেবে কাজ করে। প্রায় সকল পরিবারেই স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ি বা অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে কেউই চায়না যে মহিলারা পারিবারিক প্রথা ভেঙ্গে এবং পারিবারিক কাজকর্ম বাদ দিয়ে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করুক। মহিলারা তাদের পারিবারিক বাধার কারণে ঘরের সীমাবদ্ধ এলাকা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। তাছাড়া, পুরুষ প্রধান পারিবারিক ও সামাজিক ব্যবস্থায় মহিলারা গৃহকোনে আবদ্ধ থাকে এবং সে কারণে তাবা রাজনৈতিকভাবে নিস্পৃহ ও অসচেতন থাকে বা উৎসাহ

Dhaka University Institutional Repository

বোধ করে না। এমনকি ভোট দানের ক্ষেত্রেও মহিলারা স্বাধীনভাবে ভোটদান করতে পারে না। পরিবারের প্রধান পিতা, ভাই বা স্বামীর নির্দেশ অনুযায়ী তাদেরকে ভোট দিতে হয়।

৩.খ. পরিবারে মহিলাদের গুরুত্ব

ছোটবেলা থেকেই পরিবারে ছেলে সন্তানরা যে আদর, স্নেহ, স্বাধীনতা ও সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে মেয়ে সন্তানরা সে তুলনায় তেমনটি পায় না। মেয়ে সন্তানকে লালন-পালন করা হয় ভবিষ্যতের জন্য একজন যোগ্য স্ত্রী বা মা হিসেবে তৈরী করার জন্য। বেশীরভাগ পরিবারেই কন্যা সন্তানকে একজন যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য লালন-পালন করা হয় না। পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণেও মহিলাদের মতামতের প্রতি কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। মহিলারা সিদ্ধান্ত গ্রহণে এবং অধিক দায়িতপূর্ণ কাজের যোগ্য নয় এ অজুহাতে তাদেরকে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে সমাজ কল্যাণমূলক ও শিশু-কল্যাণ বিষয়ক কার্যাবলী, শিক্ষকতা, সেবিকা ইত্যাদি পেশার মধ্যে তাদের কার্যক্রমকে সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়। যে কারণে তারা সব সময়ই সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া থেকে বাদ পড়ে যায় এবং সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা থেকে দূরে থাকে।

৩.গ. মাতৃত্ব সহ বহুমুখী দায়িত্ব

বাংলাদেশের মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের একটি বাস্তব অন্তরায় হচ্ছে তাদের মাতৃত্ব সহ অন্যান্য বহুমুখী দায়িত্ব। একজন মহিলাকে অন্যান্য

Dhaka University Institutional Repository

সকল কাজের পাশাপাশি সন্তান-সন্ততি জন্মদান ও লালন-পালন করতে হয়। সন্তান-সন্ততি জন্মদানের সময় থেকে লালন-পালনে মা'দেরকে বহু সময় ও শ্রম ব্যয় করতে হয়। এক্ষেত্রে অনেক পরিবারেই পুরুষরা মহিলাদেরকে সাহায্য করে না বা করতে চায় না। এমনকি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দায়িত্বের মধ্য দিয়ে মহিলারা যে ভূমিকা পালন করে তার যথাযথ স্বীকৃতি পর্যন্ত তারা পান না। তাছাড়া, একজন মহিলার জন্য ঘরকন্যার কাজও একটি বিরাট দায়িত্ব। বিশেষ করে রান্না করা, পরিবারের সকলকে খাবার পরিবেশন করা, সন্তান-সন্ততি দেখাশুনা করা, স্কুলগামী সন্তানদের স্কুলে আনা-নেওয়া করা, আতিথেয়তা, সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা ইত্যাদি কাজ ঘরের মহিলাদেরকেই করতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে একই সাথে আবার তাদেরকে চাকুরীও করতে হয়। এভাবে বহুমুখী দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি একজন সচেতন মহিলার পক্ষেও আর রাজনৈতিক চর্চা করা সম্ভব হয় না।

৩.ঘ. অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা

বাংলাদেশের মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে একটা বিরাট বাধা হচ্ছে তাদের অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা। অথচ রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের ও সফলতা লাভের জন্য প্রয়োজন হয় বিপুল অর্থ-সম্পত্তির। আবার অর্থনৈতিক ভাবে যেসব মহিলারা স্বারলম্বী তাদেরও একটা বিরাট অংশের ধন-সম্পদ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে থাকে না। ধন সম্পদের কর্তৃত্ব করে থাকে স্বামী অথবা পরিবারের অন্য কোন পুরুষ ব্যক্তি। ফলে মেয়েরা যেমন স্বাবলম্বী হতে পারে না তেমনি কোন কর্তৃত্বও করতে পারে না। যেখানে পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে দেশের জনসাধারণের

Dhaka University Institutional Repository

বিরাট অংশ দারিদ্রের কষাঘাতে নিমজ্জিত এক অসহায় অবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে সেখানে তাদের পক্ষে বিশেষ করে মহিলাদের পক্ষে রাজনীতিতে অংশগ্রহন এমনকি রাজনৈতিক খবরাখবর রাখাও প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। "Mass poverty, depressing living coditions affect both men and women but it is the women who suffer the most."[১] শহরের মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক মহিলা অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাবলম্বী হলেও গ্রামের মহিলাদের সমস্যা অনেক বেশী। তাদের কোন রকম অধিকার নেই, নিরাপত্তা নেই, শিক্ষা নেই, এবং সংখ্যার দিক থেকে এরাই বেশী। এ অর্থনৈতিক অনগ্রসরতাই তাদের সার্বিক সামাজিক ও রাজনৈতিক অনগ্রসরতাকে প্রভাবিত করছে। "Financial freedom may enable women to renegotiate their position in household and society to some extent."[২] ফলে জাতীয় বা স্থানীয় পর্যায়ে রাজনীতিতে অবস্থা সম্পন্ন ঘরের মহিলারা ছাড়া অন্য সাধারণ পরিবারের মহিলাদের পক্ষে অংশগ্রহণ করা সম্ভব না।

৩.ঙ. কর্মসংস্থানের অভাব

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্রতম দেশ হওয়ায় এদেশে শিল্প, ব্যবসায় ও অন্যান্য উৎপাদনমুখী কার্যক্রমের তেমন প্রসার ঘটেনি। ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগও সেরকম সৃষ্টি হয়নি। এরকম পরিস্থিতিতে মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ আরও সীমিত। অধিকাংশ মহিলা উপার্জনক্ষম না হওয়ায় তারা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী হতে পারছে না। আবার যেসব মহিলাদের

Dhaka University Institutional Repository

কর্মসংস্থান হচ্ছে তারাও তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ পাচ্ছে না বা কাজ অনুযায়ী পারিশ্রমিক পাচ্ছে না।

৩.চ. শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব

বাংলাদেশের জনসংখ্যার মাত্র শতকরা ৩০ জন শিক্ষিত। শুধুমাত্র মহিলাদের ক্ষেত্রে শিক্ষার হার আরও অনেক কম বলে ধারণা করা হয়। কাজেই যেখানে অধিকাংশ মহিলাই অশিক্ষিত সেখানে মহিলারা রাজনীতি বুঝবে না, রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করবে না এবং রাজনৈতিকভাবে সোচ্চার হবে না সেটাই স্বাভাবিক। উপযুক্ত শিক্ষা ও পারিপার্শ্বিকতার অভাবে বাংলাদেশের মহিলারা রাজনৈতিক নিয়মনীতি ও কর্মকান্ড সম্পর্কে সচেতন ও অবগত নয়। ফলে তারা তাদের অবস্থান ও মর্যাদার ব্যাপারে সোচ্চার হতে পারছে না। তাছাড়া, মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের পক্ষে তেমন কোন প্রচারনা নাই বলেও মহিলাদের সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে না। ফলশ্রুতিতে তারা রাজনীতিতে উৎসাহ বোধ করছে না। এরকম রাজনৈতিক চেতনা বিবর্জিত মহিলাদেরকে রাজনীতির মত বিপ্লবী কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করানো খুব সহজ কাজ নয়।

৩.ছ. সামাজিক সমস্যা

নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা, সামাজিক মূল্যবোধ ও পশ্চাৎপদতার কারণে রাজনীতিতে বাংলাদেশের মহিলারা অবাধে অংশ গ্রহণ করতে পারছে না। এদেশের রাজনৈতিক জীবনধারায় মহিলাদের অংশগ্রহণ এখনও সামাজিকভাবে

Dhaka University Institutional Repository

পরিপূর্ণ স্বীকৃতি লাভ করেনি। ফলে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিকূলে হওয়ায় মহিলাদের রাজনৈতিক আচরনও বিকশিত হতে পারেনি। "বীরকন্যা প্রীতিলতাও দুঃখ করে গেছেন দেশের মুক্তি সংগ্রামে নারী সমাজের অংশগ্রহণে সামাজিক রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতার জন্য।"[৩] তাছাড়া, অন্যান্য পেশা বা কর্মকান্ডে মহিলারা পুরুষদের সমান অধিকার ভোগ করছে না। একজন পুরুষ রাজনীতিতে অবাধে অংশগ্রহণ করতে পারে। কিন্তু একজন মহিলার বেলায় অনেক সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক দ্বন্দ্ব সংঘাত এড়িয়ে রাজনীতিতে এলেও অনেক ক্ষেত্রেই তার দূর্নাম বা সমালোচনা করা হয়। চরিত্রগত কারণেও মহিলারা নিজেদেরকে পুরুষদের উপর নির্ভরশীল করে রেখেছে। আবার মহিলারা "তাদের আর্দশ স্ত্রী ও স্নেহময়ী মায়ের ভাবমূর্তিটি যেনতেন প্রকারে অক্ষুন্ন রাখতে চান। তারা জানেন মহিলা হিসেবে তবেই তারা গ্রহণযোগ্য হবেন। এসব সংস্কার ও মূল্যবোধের বাধা অতিক্রম করার ক্ষমতা খুব কম মহিলারই আছে।"[৪] তবে শহরের তুলনায় গ্রামের মহিলাদের অবস্থা তুলনামূলকভাবে বেশী খারাপ। শহরের মহিলারা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণে ও সমর্থনে ইদানীংকালে কিছুটা অগ্রসর হচ্ছে। সামাজিক পরিবেশ অত্যন্ত রক্ষণশীল হওয়ায় তৃনমূল পর্যায়ের মহিলারা উঠে আসতে পারছে না।

৩.জ. ধর্মীয় মুল্যবোধ

অন্যান্য অধিকারের মত রাজনৈতিক অধিকারেও এখন পর্যন্ত সামন্তবাদী ও ধর্মীয় রক্ষণশীল ধ্যান ধারণার প্রাধান্য বিদ্যমান। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মত

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের মহিলাদের অধিকারের সীমাও নির্ধারিত হয় ধর্মীয় বিধান মোতাবেক। তাছাড়া, এদেশের মৌলবাদী রাজনীতির প্রভাব এতটাই অপ্রতিহত যে, তাদের ফতোয়ায় অনেক নিরীহ মহিলা প্রান দিলেও সরকার নীরব-নির্বিকার থাকে। কাজেই বাংলাদেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্র সহ সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রে মহিলাদের অনগ্রসরতার পেছনে ধর্মীয় গোড়ামী একটি বড় বাধা হিসেবে কাছ করছে।

৩.ঝ. কুসংস্কার

কুসংস্কার ও জীর্ন মানসিকতা বাংলাদেশের মহিলাদের যেন আরও ভয়াবহ ভাবে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেধে রেখেছে। কোটি কোটি মহিলার মন ও হৃদয়কে কুন্ঠিত করে রেখেছে যে এক অদৃশ্য শৃংখল তা হচ্ছে কুসংস্কার। কাজেই মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের আর একটি সমস্যা হচ্ছে কুসংস্কার। ফলে তাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সচেতনতা ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি ভয়াবহভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

৩.ঞ. রাজনৈতিক কর্মকান্ডের ব্যাপকতা ও জটিলতা

"রাজনীতি এমন একটা বিষয় যাতে কর্ম সম্পাদনের নির্দিষ্ট কোন কর্মসূচী থাকে না, সারাদেশ ব্যাপী এর কর্মকান্ড বিস্তৃত যাতে নারীর অংশগ্রহণের প্রশ্নে বিব্রতকর পরিস্হিতির উদ্ভব হওয়া খুবই স্বাভাবিক।"[৫] "দিনরাত, প্রয়োজনে দিনের পর দিন একজন রাজনীতিবিদকে থাকতে হতে পারে গৃহহীন, পরিবারের বাইরে। এমনকি প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। যাতায়াত ও যোগাযোগের প্রশ্নে রাজনীতি পেশায় অংশগ্রহণকারীকে হতে হয় দ্বিধাহীন।

প্রথমতঃ নারীকে এ কারণগুলো রাজনীতিতে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে বাধার সৃষ্টি করে থাকে।"[৬] এরকম রাজনৈতিক পরিবেশের যাঁতাকলে একজন আর্দশ মহিলার রাজনৈতিক সাফল্য ও ভাবমূর্তি টিকিয়ে রাখা খুবই কঠিন। কারণ রাজনীতিতে বেঁচে থাকতে হলে প্রতিপদে সংগ্রাম করতে হবে। আর্দশ মহিলা এবং সফল রাজনীতিক এ টানাপোড়ানে অনেক সময়ই অনেক মহিলা সাহস হারিয়ে ফেলে।

৩.ট. চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রতিকূলতা

সমাজের সকল কাজের জন্য আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন লোকের প্রয়োজন হয়। রাজনীতি করতে বা রাজনীতিতে অংশগ্রহণের জন্য একজন মানুষের প্রচন্ড চারিত্রিক দৃঢ়তা, মনোবল, পরিস্থিতি অনুযায়ী দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা, আবেগের পরিবর্তে যুক্তি দ্বারা পরিচালিত হওয়ার ক্ষমতা ইত্যাদি গুনাবলী থাকতে হয়। "সফল রাজনীতিতে যে সব গুনাবলী যেমন- চারিত্রিক দৃঢ়তা, প্রচন্ড মনোবল, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা, আবেগ বর্জন করা, নিরপেক্ষ এবং নির্মম হওয়া এগুলো পৌরুষের লক্ষন বলে ভাবা হয়। দূর্বলতা, মনস্থির করতে না পারা, আবেগতাড়িত হওয়া, কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়ার অক্ষমতা, নৈর্ব্যক্তিক না হতে পারা, এসবই নাকি নারী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এবং তাদের সফল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হওয়ার পথে বাধা। যতদিন নারীত্ব এবং পৌরুষ নিরূপনে এ জাতীয় সংজ্ঞা ব্যবহৃত হবে ততদিন মেয়েদের পক্ষে রাজনীতিতে ও ক্ষমতায় আসা কঠিন হবে।"[৭]

৩.ঠ. আইনগত সমস্যা

বাংলাদেশের সংবিধান জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে মহিলা ও পুরুষের সমানাধিকার নিশ্চিত করেছে। আইনসঙ্গতভাবে মহিলাদের অধিকার সংরক্ষণ করা হয়েছে। আইনগতভাবে এ সমতা নিশ্চিত করা হলেও বাস্তবে তার প্রয়োগ নাই। তাছাড়া, অন্যান্য আইন আবার এ সমতার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করেছে। যেমন, "Some of the problems which women face are enshrined in law–as in inheritance where daughter is only entitled to half a son's share of her father's estate."[৮]

৩.ড. সংগঠিত ও ফলপ্রসূ আন্দোলনের অভাব

অধিকার আদায়ের জন্য বাংলাদেশের মহিলাদের তেমন কোনও সংঘবদ্ধ অন্দোলন এখনও পরিলক্ষিত হয়নি। তবে ছোট খাট কিছুটা তৎপরতা ইতোমধ্যেই লক্ষ্য করা গেছে এবং তার মাধ্যমে কিছুটা সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিতও হয়েছে। কিন্তু সে আন্দোলন এখনও আমাদের পারিবারিক বিধান, ধর্মীয় রক্ষণশীলতা বা সামাজিক গতিকে প্রভাবিত করার মত অবস্থায় উন্নীত হয়নি। "কোন কালে উন্নীত হতে পারবে তাও বলা কঠিন।"[৯] আর এ পারিবারিক দেয়াল অতিক্রম করতে না পারলে, ধর্মীয় রক্ষণশীলতাকে প্রভাবিত করতে ব্যর্থ হলে এবং সামাজিক বাধা অতিক্রম করতে না পারলে বাংলাদেশের মহিলাদের গণ অংশগ্রহণ নিশ্চিৎ করা সম্ভব হবে না।

Dhaka University Institutional Repository

৩.ঢ. নিরাপত্তার অভাব

বাংলাদেশে মেয়েদের পথে-ঘাটে চলাচলের ক্ষেত্রে কোন নিরাপত্তা নেই। রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের জন্য অনেক সময় দিন-রাত ঘরের বাইরে অবস্থান করতে হয়। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশে দিনের বেলায় যখন রাস্তাঘাটে মেয়েদের চলাচলে কোন নিরাপত্তা নেই সেখানে রাতে ঘরের বাইরে অবস্থান করে যে কোন রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করা অসম্ভব ব্যাপার। এ নিরাপত্তাহীনতাও মহিলাদের রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবেশ ও অংশগ্রহণে একটি বিরাট বাধা হিসেবে কাজ করছে।

৩.ণ. নির্বাচনে মনোনয়ন লাভে সক্ষম না হওয়া

নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দিতে গেলে বিভিন্ন বিষয় বিবেচনায় আনতে হয়। সাধারতনঃ দেখা যায় যারা নির্বাচনী প্রচারনাকালে পর্যাপ্ত এবং সক্রিয় দলীয় সমর্থন আদায় ও ব্যবহারে সক্ষম হন, যাদের প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্থান রয়েছে, যারা স্থানীয় পর্যায়ে দলীয় সংগঠনে ক্ষমতাবান ব্যক্তি বা গোষ্ঠী এবং যাদের জাতীয় পর্যায়ের নেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগাযোগ রয়েছে তারাই নির্বাচনে মনোনয়ন লাভ করতে সক্ষম হন। এছাড়া, রাজনৈতিক শক্তি বিস্তারের সহায়ক হিসেবে পেশীশক্তিও প্রভাব বিস্তার করে থাকে। একজন মহিলার পক্ষে এসব রাজনৈতিক শক্তি ও সামর্থ্যের উপাদান সঞ্চয় অনেক সময় সম্ভব হয় না। রাজনৈতিক দলগুলো সে কারণেই মহিলাদেরকে নির্বাচনে নির্ভরযোগ্য প্রার্থী

হিসেবে মনে করে না এবং মনোনয়নও দেয় না। তাদের ধারণা মহিলা প্রার্থীকে মনোনয়ন দিলে তারা আসনটি জয় করে নিয়ে আসতে পারবে না।

কাজেই এসব সমস্যা বাংলাদেশের মহিলাদের রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণকে ব্যাহত করছে। ফলশ্রুতিতে মহিলারা রাজনীতিতে অংশগ্রহণে উৎসাহিত হচ্ছে না এবং অংশগ্রহণ করলেও সাফল্য লাভ করতে পারে না। মহিলা ও রাজনীতি পরস্পর বিচ্ছিন্ন কোন বিষয় নয়। মহিলাদের সুপ্ত প্রতিভা ও রাজনৈতিক জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক ক্ষেত্রকে আরও বিকশিত করা সম্ভব। সেজন্য প্রয়োজন উল্লিখিত সমস্যা ও বাধাগুলোকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দূর করা।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. Nazma Ara Hussain, "Socio-economic Aspects of Women's Uplift," *The Bangladesh Observer*, November 2, 1991, p.5.

২. প্রাগুক্ত।

৩. মালেকা বেগম, "বাংলার নারী আন্দোলনের ইতিহাস", *নারী জাগরন ও মুক্তি*, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃঃ ৭৩।

৪. মৈত্রেয়ী চ্যাটার্জী, "একশোজনে ত্রিশজন", *রূপান্তর*, প্রথম সংখ্যা, মে ১৯৯১, পৃঃ ৮।

৫. মোছাঃ মার্জিয়া খাতুন, "নারী ও রাজনীতিঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ", *দৈনিক সংবাদ*, ২৫শে মার্চ, ১৯৯৫, পৃঃ ৬।

৬. প্রাগুক্ত।

৭. মৈত্রেয়ী চ্যাটার্জী, প্রাগুক্ত।

৮. Dr. Maliha Khatun, "Role of Women Activities for the Development of Bangladesh", *Bangladesh Quarterly*, Vol. 14, No.4 (Rainy), June 1994, p.24.

৯. বিনোদ দাসগুপ্ত, "বিশ্ব নারী সম্মেলন ও বিশ্ব রাজনীতি," *দৈনিক অজকের কাগজ*, আগষ্ট ২৭, ১৯৯৫, পৃঃ ৪।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় ৪

প্রস্তাবিত সুপারিশমালা

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের সার্বিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করে এবং বর্তমান গবেষণার অভিজ্ঞতার আলোকে এ সত্যটি পরিস্কার উপলব্ধি করা যাচ্ছে যে, শোষণমুক্ত আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া রাজনীতিতে এদেশের মহিলাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং সামগ্রিকভাবে তাদের প্রকৃত মুক্তি নিশ্চিত করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে দেশে মহিলাদের সংগঠন ও আন্দোলনসহ বিশ্ব নারী সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ১৯৯৫ সালের বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত বিশ্ব নারী সম্মেলনের আগে আরো তিনটি আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন হয়ে গেছে। এসব সম্মেলনের মাধ্যমে মহিলাদের সব রকম অধিকার লাভ নিশ্চিত করা যায় না ঠিকই। কিন্তু তারপরও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এসব সম্মেলনের মাধ্যমেই গোটা বিশ্ব পরিসরে শোষিত, অবহেলিত এবং অধিকার হারা মহিলাদের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সাংগঠনিক ও মানসিক শক্তি অনেক বেড়ে যায়। ১৯৯৫ সালের বেইজিং সম্মেলনের পর মহিলা বিষয়ক সর্বোচ্চ রাজনৈতিক পর্যায়ের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ভারতের রাজধানী নয়া দিল্লীতে। এ সম্মেলন ছিল "রাজনীতিতে নারী পুরুষের অংশীদারীত্বের" সম্মেলন। সম্মেলনটি আয়োজন করেছিল জেনেভা ভিত্তিক আন্তঃসংসদীয় ইউনিয়ন। এ সম্মেলনের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণের প্রতিবন্ধকতা দূর করা। আন্তঃসংসদীয় ইউনিয়নের এক তথ্যে বলা হয়েছেঃ

Dhaka University Institutional Repository

> "বিশ্বব্যাপী সংসদীয় আসনের মাত্র ১১ দশমিক ৭ ভাগ আসনে প্রতিনিধিত্ব করছেন মহিলা। ইহা ১৯৮৮ সালের তুলনায় প্রায় অর্ধেক কমে গিয়েছে। অথচ বিশ্বের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক হচ্ছে নারী। তাই ইউনিয়ন মনে করে গনতন্ত্র তখনই সার্থক রূপ লাভ করবে যখন নারী পুরুষ মিলে যৌথভাবে রাজনৈতিক নীতিমালা এবং আইন প্রনয়ন করবে।"[১]

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে আশা প্রকাশ করেছিলেন যে, তাঁর সরকার পল্লী এলাকায় মহিলাদেরকে উন্নয়ন ও রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত করতে আগ্রহী এবং স্থানীয় সরকারের প্রতিটি স্তরে মহিলারা প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন। তিনি আরও বলেছিলেন তাঁর সরকার দেশের রাজনীতিতে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় মহিলা ও পুরুষের অংশ গ্রহণের ক্ষেত্রে সত্যিকার সমতা বিধানে অগ্রনী ভুমিকা পালন করবে। এ সম্মেলনে সারা বিশ্বের বিশেষ করে উন্নয়নশীল বিশ্বের মহিলারা মূলতঃ যেসব সমস্যার সম্মুখীন হন সেগুলো আলোচনা করা হয়। আলোচনার বিষয়গুলো হচ্ছে - "জাতীয় পর্যায়ে সংসদে মহিলাদের অংশগ্রহণ, দলীয় রাজনীতির মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় মহিলাদের অংশগ্রহণ, রাজনৈতিক পদ্ধতি ও চর্চায় প্রতিফলিত লিঙ্গ ভিত্তিক বৈষম্য এবং উচ্চতর প্রশাসনে, জাতীয় ও স্থানীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় মহিলাদের ভুমিকাগ্রহণ।"[২] ১৯৯২ সালের ২৯-৩১ শে মে, 'উইমেন ফর উইমেন' আয়োজিত এক অধিবেশনে ২২ দফা সম্বলিত সুপারিশ মালা অনুমোদন করা হয় যা মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সহায়ক হবে বলে অধিবেশনে বিশেষজ্ঞরা অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। বাংলাদেশের মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সমস্যাসমূহ দূরীকরণের জন্য এবং অধিক সংখ্যক

Dhaka University Institutional Repository

মহিলার রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য নিম্নরূপ কিছু সুপারিশ প্রস্তাব করা হলোঃ

৪.ক. অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিতকরণ

মহিলাদের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত। তাই প্রথমেই বাংলাদেশের মহিলাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে হবে। মহিলারা অর্থনৈতিকভাবে অগ্রসর হলে প্রাথমিক ও মৌলিক চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে এবং পরবর্তী পর্যায়ে অন্যান্য সামাজিক ও মানসিক চাহিদা মেটানোর চেষ্টা করবে যা তাদেরকে সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করবে। মহিলারা যদি অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী থাকে তাহলে তারা যে কোন কাজে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে পারবে। সেজন্য রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহনকে নিশ্চিত করতে হলে তাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করা প্রয়োজন।

এ লক্ষ্যে মহিলাদের জন্য সরকারকে অর্থনৈতিক সাপোর্ট (support) বৃদ্ধি করতে হবে। বিশেষ করে দারিদ্র দূরীকরণের অংশ হিসেবে দুঃস্থ মহিলাদের মধ্যে ঋণ বিতরন কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। তাছাড়া, বয়স নির্বিশেষে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দান, স্ব স্ব যোগ্যতা অনুযায়ী কর্মসংস্থানের মাধ্যমে আয় সৃষ্টির ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনীয় পূনর্বাসন প্রকল্প চালু করতে হবে। এ সকল কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নে মহিলাদের সার্বিক উন্নতি ঘটবে এবং তাদের জন্য রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণের দ্বার উন্মোচিত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৪.খ. শিক্ষা বিস্তার ও সচেতনতা বৃদ্ধি

মহিলাদের সব রকম নির্ভরশীলতা কাটিয়ে উঠার জন্য একটি অপরিহার্য শর্ত হচ্ছে তাদেরকে শিক্ষিত করে তোলা। এদেশের মহিলাদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা দান ও প্রশিক্ষন দিয়ে দক্ষ করে তুলতে পারলে তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং সাথে সাথে তাদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়াসহ রাজনৈতিক বা অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে অধিকার আদায়ে সোচ্চার হতে পারবে। অধিকাংশ উওরদাতাও মনে করেন মহিলাদেরকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। যাতে করে তারা রাজনীতি সম্পর্কে সম্পূর্ন সচেতন হতে, কর্মক্ষেত্রে নিজেকে খাপ খাওয়াতে এবং উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারে। কাজেই দেশের মহিলাদের শিক্ষিত করে তোলার প্রতি সরকার, এন.জি.ও. এবং সমাজ কর্মীদরকে আরও জোর তৎপরতা চালাতে হবে। অবশ্য "The government has taken a series of steps to upgrade the skills of women through training. Women are given preference in primary teachers training so that they are absorbed in large numbers in primary teaching."[৩] মনে রাখতে হবে যে, সারাদেশে গুটি কয়েক শিক্ষিত মহিলা সৃষ্টি করলেই বা অল্প ক'জন মহিলাকে প্রশিক্ষণ দিলেই আপামর মহিলাদেরকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন বা সংগঠিত করা যাবে না। তাছাড়া, রাজনীতিতেও তাদের অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করা যাবে না। এজন্য প্রয়োজন তৃনমূল পর্যায়ে ব্যাপকহারে মহিলাদেরকে বাস্তবমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা।

৪.গ. পারিবারিক সমর্থন ও উৎসাহ প্রদান

মহিলাদের সব রকম অধিকার প্রথমে পরিবার থেকে এবং পরে ক্রমশঃ বৃহত্তর সমাজ থেকে নিশ্চিত করতে হবে। পরিবারে মেয়েরা শিশুকাল থেকেই ছেলেদের সমান সম্মান ও সুযোগ সুবিধা পেতে শুরু করলে বৃহত্তর সমাজেও তাদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী ক্রমশঃ পাল্টাতে থাকবে। ফলে তারা রাজনীতিতে অংশগ্রহণে উৎসাহিত হবে। বেশ কিছু উত্তরদাতা মনে করেন যে, এ ব্যাপারে পরিবারের পক্ষ থেকে প্রেরণা, উৎসাহ ও সহযোগিতা দিতে হবে। একই সাথে পরিবারের পক্ষ থেকে মহিলাদেরকে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ব্যাপারে উদার মনোভাব পোষণ করতে হবে এবং সমর্থন দিতে হবে। তাছাড়া, উত্তরদাতারা এটাও মনে করেন যে, এ ব্যাপারে পরিবার থেকে প্রয়োজনমত আর্থিক সুযোগ সুবিধাও প্রদান করতে হবে।

৪.ঘ. ধর্মীয় গোড়ামী দূর করা

যেসব ক্ষেত্রে ধর্মীয় গোঁড়ামী মহিলাদের রাজনৈতিক অগ্রসরতায় বাধা হিসেবে কাজ করে সেসব ক্ষেত্রে প্রয়োজন ধর্মীয় অনুশাসনের সঠিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করা। বাংলাদেশের মৌলবাদী রাজনীতিবিদদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত নাম সর্বস্ব মাওলানাদের ধর্মীয় অপব্যাখ্যা রোধ করে অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে যাতে এদেশের মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের পথ সুগম হয়। এজন্য আবার ধর্মীয় নেতাদের উদার মনোভাব পোষণ করতে হবে। ধর্মীয় নেতাদের উচিত মহিলাদের সঠিক পথ

Dhaka University Institutional Repository

দেখানো। বাংলাদেশে মহিলা আন্দোলন আরও এগিয়ে নিয়ে যদি তা পারিবারিক বিধান ও ধর্মীয় রক্ষণশীলতাকে প্রভাবিত করতে পারে তাহলেই এদেশের মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ আরও সক্রিয় ও নিশ্চিত হবে এবং ফলশ্রুতিতে তাদের রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সহজ হবে। মহিলারা নিজ নিজ ব্যক্তিস্বত্ত্বা, সৃজনশীলতা ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে দেশ ও জাতির কল্যান বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখতে পারবে।

৪.ঙ. কুসংস্কার দূর করা

সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার এদেশের মহিলাদের সকল অগ্রগতির অন্তরায়। এ সমস্যা দূর না করা পর্যন্ত অন্যান্য ক্ষেত্রের মত মহিলাদের রাজনৈতিক অগ্রগতিও ব্যাহত হবে। তাই দীর্ঘদিনের প্রচলিত ধারাবাহিক কুসংস্কার ও জীর্ন মানসিকতা দ্রুত নির্মূলের চেষ্টা চালাতে হবে।

৪.চ. রাজনৈতিক দলসমূহের ইতিবাচক ভূমিকা পালন ও মহিলা সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলসমূহ তাদের কর্মকান্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণের কথা যতই বলুক না কেন তারা প্রকৃতপক্ষে মহিলাদের অংশগ্রহণের পক্ষে ততটা উদার নয়। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলসমূহের নেতাদের মনমানসিকতার পরিবর্তন করে মহিলাদের জন্য সত্যিকার সমর্থন (support) দান, সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং উৎসাহদান জোরদার করতে হবে। একই সাথে মহিলাদের যে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করা উচিৎ সে ব্যাপারে রাজনৈতিক দলসমূহের বিভিন্ন সভা

Dhaka University Institutional Repository

ও মিটিং-এ মহিলাদেরকে বুঝানো উচিৎ। তাহলেই মহিলাদের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও প্রতিভার বিকাশ ঘটবে এবং তাদের শিক্ষা ও যোগ্যতার দ্বারা দেশ ও জাতি অধিক লাভবান হবে। রাজনৈতিক দলগুলোকে তাদের নিজ নিজ দলের জন্য আরও অধিক সংখ্যক মহিলা সদস্য সংগ্রহ করতে হবে। প্রতিটি রাজনৈতিক দল এবং দলের অঙ্গ সংগঠনগুলোতে ক্রমান্বয়ে মহিলা সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। এজন্য জেলা, থানা এবং গ্রাম পর্যায়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মহিলা ইউনিট গঠন করতে হবে এবং সর্বাধিক সংখ্যক মহিলাকে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িত করার চেষ্টা করতে হবে। যোগ্যতা সম্পন্ন মহিলা কর্মীদেরকে কার্যকরী কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে এবং রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন কর্মকান্ডে মহিলা ও পুরুষের মধ্যে সকল বৈষম্যমূলক আচরন দূর করতে হবে।

৪.ছ. বাস্তবমুখী সরকারী পদক্ষেপ গ্রহণ

মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের জন্য দেশে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে সরকারকে বিভিন্ন রকম মৌলিক ও বৈপ্লবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। উদাহরনস্বরূপ, প্রয়োজনীয় আইন প্রনয়ন, আইনের যথাযথ বস্তবায়ন, সামাজিকভাবে প্রেষণা দান, রাজনৈতিক দলে সহজে সদস্য পদ প্রদান এবং রাজনৈতিক দলের নির্বাহী পদে মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। উত্তরদাতাদের মধ্যে অনেকেই মনে করেন যে, সরকারকে মহিলাদের জন্য অধিক নিরপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তাছাড়া, আবার আইনগত এবং অর্থনৈতিক সাহায্য সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমেও মহিলাদের

অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব। সরকারকে বিভিন্ন গণমাধ্যমে এ ব্যাপারে ব্যাপক প্রচার প্রচারনা চালানোরও উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিৎ। সংসদে সংরক্ষিত আসন সংখ্যাও ক্রমপর্যায়ে বৃদ্ধি করা উচিৎ। অবশ্য কোন কোন উত্তরদাতা বলেছেন যে, সংরক্ষিত আসন সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজন নেই। বরং সংরক্ষিত আসনসমূহে মহিলাদের নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় বিধি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যেতে পারে।

৪.জ. সংরক্ষিত আসন, কোটা প্রথা ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন

মহিলাদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমেও তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা সম্ভব। এ রাজনৈতিক ক্ষমতা তাদের অধিকার আদায়ের একটি শক্তিশালী উপায়। মহিলাদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে পার্লামেন্ট ও অন্যান্য স্থানীয় সরকার পরিষদে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা কিছুকাল অব্যাহত রাখা উচিত। যাতে ধীরে ধীরে তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং ক্রমশঃ নিজেরাও উৎসাহিত হয়ে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে আত্মনিয়োগ করে। এভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমেই মহিলারা ক্রমশঃ যথাযোগ্য স্থানে নিজেদেরকে আসীন করতে সক্ষম হবে। ভারতের—

> "স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোতে এক তৃতীয়াংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষনের মাধ্যমে ভারত এক বিরাট পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ভবিষ্যতে পার্লামেন্ট ও রাজ্যসভাগুলোতেও এভাবে আসন সংরক্ষণ করা হবে। এ তাৎপর্যপূর্ণ সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক সংস্কারের দরুন দশ (১০) লক্ষাধিক ভারতীয় মহিলা রাজনীতিতে যোগ দিয়েছেন। "[৪]

Dhaka University Institutional Repository

নেপালের সংবিধানেও সকল রাজনৈতিক দলকে সংসদ নির্বাচনে ৫% মহিলাদেরকে মনোনয়ন দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশেও পার্লামেন্ট, সিটি কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এবং ইউনিয়ন পরিষদে কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের বিধান করলে এদেশের মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের পথ সুগম হবে এবং রাজনৈতিক প্রবনতা বৃদ্ধি পাবে। অবশ্য মহিলাদের জন্য সংসদে কোটা ব্যবস্হা প্রবর্তনের পক্ষে এবং বিপক্ষে অনেক বির্তক রয়েছে। কারণ, "এ শব্দটির ব্যবহার বুঝিয়ে দেয় যে, যাদেরকে কোন বিশষে কোটায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় তাদের নিজেদের যোগ্যতার কোন অভাব বা ঘাটতি রয়েছে"[৫] তাছাড়া, এমনিতে মহিলারা সর্বক্ষেত্রে সমান অধিকারের দাবী করবে অথচ সুবিধার বেলায় নিজেদের অবলা প্রমান করার চেষ্টা করবে – এটা ঠিক নহে। এ ধরনের মন-মানসিকতা যতদিন না পরিবর্তন হবে ততদিন পর্যন্ত মহিলাদের অধিকার ও স্বাধীনতা শুধুমাত্র সেমিনার ও আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ রয়ে যাবে। মহিলা ও পুরুষের বৈষম্য ভুলে গিয়ে সংসদ সদস্য হওয়ার জন্য সকলকে একই যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার মানদন্ডে বিবেচনা করে নিয়োগ দেয়া উচিত। তা না হলে মহিলাদের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, প্রতিভা এবং উন্নতির প্রকৃত প্রসার ঘটবে না। এ ধরনের কোটা পদ্ধতির মাধ্যমে তাদের অক্ষমতা ও অযোগ্যতাকেই প্রমান করা হবে। কারণ, এ ধরনের ব্যবস্হায় মহিলাদের প্রতি করুনা করা হচ্ছে বলে মনে হয়।

অবশ্য বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে এটা বলতে হয় যে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য প্রাথমিকভাবে প্রনীত

Dhaka University Institutional Repository

সংরক্ষিত আসন আরও দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বহাল রাখতে হবে। বাংলাদেশ মহিলা ফোরামও তাদের প্রথম বার্ষিক সম্মেলনে দেশের সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধনী এনে সংসদে সংরক্ষিত আসন ৩০টি থেকে উন্নীত করে ১০০ তে বাড়ানোর দাবী জানিয়েছেন। প্রথমিকভাবে এ সুপারিশকে সমর্থন করা যায়। মহিলাদের রাজনৈতিক অবস্থার অনেকটা উন্নয়ন ঘটলে পরবর্তীতে শুধুমাত্র পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতির সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থা তুলে দিয়ে সংরক্ষিত আসনের জন্য প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি চালু করতে হবে। যেমন, প্রতিটি জেলায় ১টি বা দু'টি (আয়তন ও আসন সংখ্যা অনুযায়ী যেভাবে প্রযোজ্য) করে নির্ধারিত আসনে শুধুমাত্র মহিলারাই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে এবং নির্বাচিত হবে সে ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে মহিলাদের রাজনৈতিক দায়িত্ব রোধ বাড়ানোর জন্য তাদের সরাসরি নির্বাচনের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করাতে হবে। একই সাথে জনগণের একজন হয়ে তাদের পাশে দাড়ানোর মত মনমানসিকতা গড়ে তোলার জন্য উৎসাহিত করতে হবে।

সংসদে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে তারা তাদের পছন্দ অনুযায়ী মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ৩০টি আসনে মনোনয়ন দিয়ে থাকেন। "সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন দেয়ার সময়ও যদি কোন রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রতিশ্রুতিশীল ও সম্ভাবনাময় মহিলা সরাসরি নির্বাচন করার যোগ্যতা রাখেন এবং সংসদ নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করতে আগ্রহী হন, তাহলে যে কোন দলের মনোনয়ন দেয়ার কাজে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের উচিত তাকে সে সুযোগ দেয়া এবং দল থেকে যতটা সম্ভব সহযোগিতা করা।"[৬] অর্থাৎ এ সংরক্ষিত আসন সমূহে মনোনয়ন দানের

Dhaka University Institutional Repository

সময় অবশ্যই প্রার্থিনীর শিক্ষা, যোগ্যতা ও ক্যারিয়ারকে গুরুত্ব দিতে হবে এবং নির্বাচনের পর সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভকারী দলকে সরকার গঠনের সময় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী ইত্যাদি নির্বাচনের সময় ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দকে পরিহার করতে হবে। "তাহলে আরো অনেক বেশী সংখ্যক মহিলা নিবেদিত প্রান হয়ে রাজনীতি করবেন এবং যেহেতু সরাসরি নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করার জন্য প্রস্তুতি নেবেন, সেহেতু নিজেদের যোগ্য করে তৈরী করার প্রয়াস পাবেন এবং প্রতিনিয়ত মানুষের মনজয় করে নেয়ার আপ্রান চেষ্টা চালিয়ে যাবেন।"[৭] স্হানীয় পর্যায়ে এর আগেও মহিলারা ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার হতেন, তবে সেটা ছিল মনোনীত। কিন্তু এবারই প্রথম ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ৩টি করে আসন কেবল মাত্র মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত করা হয়েছে। স্হানীয় পর্যায়ে মহিলাদের রাজনীতিতে সম্পৃক্ত করার এ সিদ্ধান্ত ভবিষ্যতে যুগান্তকারী পরিবর্তনের জন্য একটা বিরাট পদক্ষেপ। এবার নির্বাচন হয়েছে প্রায় চার হাজার তিনশতটি ইউনিয়নে। প্রতি ইউনিয়নে ৩জন করে মহিলা নির্বাচিত হলে প্রায় সাড়ে বারো হাজারের বেশী মহিলা মেম্বার ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে নির্বাচিত হয়ে এসেছেন। যার মধ্য দিয়ে সারাদেশে তৃনমূল পর্যায়ে বাংলাদেশের মহিলাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তি উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটা বিরাট পরিবর্তন আশা করা যায়। মহিলাদের জন্য এমন পরিবেশ, পরিস্হিতি ও সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে যাতে তারা সরাসরি নির্বাচনে অংশ নিতে পারে।

ধীরে ধীরে এভাবে মহিলাদের মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন করা সম্ভব। এর ফলে এক সময় রাজনৈতিক পরিবেশ মহিলাদের অনুকূলে আসবে এবং পরবর্তীতে

Dhaka University Institutional Repository

কোটা প্রথা বাতিল করে দিলেও স্বাভাবিকভাবেই মহিলারা রাজনৈতিক চর্চা করবে, রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে, নির্বাচনে প্রার্থী হবে এবং নির্বাচিতও হবে। সেজন্য জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ, দলীয় রাজনৈতিক কর্মকান্ডে লিপ্ত হওয়া, রাজনৈতিক চর্চায় প্রতিফলিত লিঙ্গ ভিত্তিক বৈষম্য এবং মহিলাদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে অন্তরায় হয়ে আছে যেসব জটিল ও বহুমাত্রিক সমস্যা সেগুলোর সমাধান আমাদের খুঁজতে হবে।

৪.ঝ. সামাজিক প্রতিবন্ধকতা দুর ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা

মহিলাদের জন্য পুরুষদের সমান সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিত করতে হবে। তাদের সমাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য মহিলা-পুরুষ সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে। রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণের প্রতি সকল সামাজিক নেতিবাচক মনোভাব পরিহার করতে হবে। সামাজ থেকে যে সব বাধা আসে সেগুলো সমাধানের জন্য সমাজকর্মীদের এগিয়ে আসতে হবে। তাছাড়া, সমাজকর্মীরা মহিলাদের সচেতনতা বাড়াতে সাহায্য করতে পারে। ১৯৯৭ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী ভারতের নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত 'নারী পুরুষ সমতা সংক্রান্ত বিশ্ব সম্মেলন ইন্টারপার্লামেন্টারী ইউনিয়ন' উদ্বোধন কালে ভারতের প্রেসিডেন্ট ডঃ শঙ্কর দয়াল শর্মাও সকলকে মহিলাদের প্রতি বিদ্বেষ এবং রাজনীতিতে অংশগ্রহণ সম্পর্কে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী বিলোপ করতে আহবান জানান। উক্ত সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও তার ভাষনে এ বক্তব্যের জোর সমর্থন দান করেন। এককথায়, রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহনকে নিশ্চিত করতে হলে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার
382783

Dhaka University Institutional Repository

তাদের সামাজিক ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন আনায়ন দরকার। সামাজিক বাধাগুলোকে দূরীভূত করতে না পারলে রাজনীতিতে মহিলাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না।

৪.ঞ. ভোটাধিকার প্রয়োগ নিশ্চিত করন

নির্বাচনী রাজনীতিতে মহিলারা আগের তুলনায় বর্তমানে অনেক বেশী সচেতন। ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালের সংসদ নির্বাচন বহুলাংশে নিরপেক্ষ হওয়ায় মহিলা-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের মধ্যে যথেষ্ট রাজনৈতিক ও নির্বাচনী আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। এ দু'টি সংসদ নির্বাচনে বিপুল সংখ্যক মহিলার মধ্যে ভোটদানের প্রবনতা লক্ষ্য করা গেছে। তাছাড়া, ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনেও বিপুল সংখ্যায় মহিলারা ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছে। নির্বাচন ও রাজনীতিতে ভোটাধিকার প্রয়োগের এ ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে আগামীতে আরও অধিক সংখ্যক মহিলা এতে অংশগ্রহণ করবে, এগিয়ে আসবে ও সচেতন হবে – একথা নিশ্চিত ভাবে বলা যায়।

নির্বাচনে মহিলারা পুরুষদের ভোট দিলেও সে পুরুষ নির্বাচিত হওয়ার পর মহিলাদের পক্ষে সংসদে ও সংসদের বাইরে তেমন কোন কথা বলে না। অন্যদিকে পুরুষরা প্রায়ই মহিলাদের ভোট দিতে চায় না। পুরুষদের এ মনোভাব পরিবর্তন করে সমতার বিশ্বাসে কাজ করার মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৪.ট. আন্দোলন জোরদার ও উপযুক্ত নেতৃত্ব দান

মহিলাদের অন্যান্য অধিকারের সাথে রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের জন্য প্রয়োজন দীর্ঘ সময় ধরে বিভিন্ন ধরনের আন্দোলন চালানো। বাংলাদেশের মহিলাদের অধিকারের পক্ষে আন্দোলনরত মহিলা সংগঠনগুলো ১৯৮৭ সালের নভেম্বর মাসে একবার 'ঐক্যবদ্ধ নারী সমাজ' নামক প্লাটফর্মে সংঘবদ্ধ আন্দোলন শুরু করেছিল। তারা এ লক্ষ্যে বিভিন্ন দাবী নামা পেশ করে তা আদায়ের জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন করেছিল। তবে এ ধারার আন্দোলন কর্মসূচী বর্তমানে অনেকটা থেমে গেছে বলে মনে হয়। কাজেই তাদেরকে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার আদায়ের জন্য স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচী আরম্ভ করা উচিৎ। এজন্য প্রথমেই প্রয়োজন হবে আন্দোলনের সুনির্দিষ্ট রূপরেখা দাঁড় করানো। যেমন, সামাজিক ও ধর্মীয় গোড়ামীর বিরুদ্ধে আন্দোলন, রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বীকৃতির জন্য আন্দোলন, অধিকার আদায়ের আন্দোলন, লাঞ্চনা-গঞ্জনা থেকে মুক্তির আন্দোলন এবং ক্ষুধা-মুক্তি, স্বাস্থ্যলাভ ও শিক্ষা অর্জনের আন্দোলন। এজন্য শুধু মহিলাদের একক আন্দোলনই যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন পুরুষদেরও সে আন্দোলনে সমর্থন যোগানো ও প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করা। সাথে সাথে সারা দেশে বিক্ষিপ্ত ভাবে আন্দোলনের পরিবর্তে প্রয়োজন একই পতাকা তলে মিলিত হয়ে শক্তিশালী আন্দোলন পরিচালনা করা।

তবে এটা আশার কথা যে, বাংলাদেশের মহিলারা তাদের অধিকার আদায়ের জন্য যে ধরনের আন্দোলন সূচনা করেছে তাতে করে তাদের রাজনৈতিক ও

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক অধিকার ইতোমধ্যেই কিছুটা হলেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে এদেশের মহিলারা আরও অনেক দূর এগুতে পারবে সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

৪.ঠ. মহিলা সংগঠনসমূহের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি

বিভিন্ন মহিলা সংগঠনকে দেশের মহিলাদেরকে সংগঠিত করার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালাতে হবে। বাংলাদেশের সকল মহিলা সংগঠনকে তাদের কার্যক্রম এমনভাবে জোরদার করতে হবে যাতে অন্ততঃ ধীরে ধীরে হলেও মহিলারা তাদের অধিকার সম্পর্কে সোচ্চার হতে পারে এবং রাজনৈতিক কর্মকান্ডে নিজেদেরকে জড়াতে পারে। এসব প্রগতিশীল মহিলা সংগঠনসমূহ সব সময় সরকারের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ চাপ সৃষ্টি অব্যাহত রাখবে যাতে সরকার মহিলাদের রাজনৈতিক অধিকার সহ অন্যান্য সকল অধিকার নিশ্চিত করতে বাধ্য হয়। এসব সংগঠনসমূহকে আবার অন্যান্য বাস্তবমুখী কর্মকান্ডের পাশাপাশি ব্যাপক প্রচার কার্যক্রমও চালানো উচিত। কিছু কিছু উত্তরদাতা মনে করেন, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মহিলা সংগঠনসমূহ মহিলাদের অশিক্ষা, নির্যাতন, বিবাহ বিচ্ছেদ সহ বহুবিধ দুঃখ দূর্দশার বিরুদ্ধে ইতোমধ্যেই বেশ প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে এবং মহিলাদের অনেকটা সচেতন করে তুলতে সক্ষম হয়েছে। একইভাবে মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ব্যাপারেও সচেতন করে তুলতে মহিলা সংগঠনসমূহ বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে পারে। আবার কেউ কেউ মনে করেন বিভিন্নমুখী কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করার স্বার্থে প্রয়োজনে আরও গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল মহিলা সংগঠন

Dhaka University Institutional Repository

গড়ে তুলতে হবে যাতে করে প্রকৃত পক্ষেই বাংলাদেশের মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতঃ সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থান সুদৃঢ় করা যায় এবং সাথে সাথে সুস্থ্য সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় মহিলাদের দ্বারা ফলপ্রসূ ভুমিকা পালন নিশ্চিত হয়।

> "আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক মহিলা ফেডারেশন (Women's International Democratic Federation) মহিলাদের একটি প্রগতিশীল আন্তর্জাতিক মহিলা সংগঠন। এই আন্তর্জাতিক মহিলা সংগঠনটি নারী সমাজকে তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে তোলার ব্যাপারে বিগত প্রায় ৪০ বৎসর ধরে যে অবদান রেখেছে তা অতিশয় বিস্ময়কর।"[৮]

১৯৪৫ সাল থেকে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ এ সংগঠনের সদস্য হিসেবে মহিলাদেরকেও সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের ব্যাপারে যথেষ্ট যত্নবান ও সোচ্চার। এ সংগঠন বাংলাদেশের সংগ্রামী মহিলাদেরকে নিয়ে এবং WIDF এর পরামর্শ, সাহায্য ও সহযোগিতায় বাংলাদেশের মহিলাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন করে যাচ্ছে।

৪.ঢ. এন.জি.ও. সমুহের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি

মহিলাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে অবশ্য ইতোমধ্যেই বহু এন.জি.ও. কাজ শুরু করেছে। এন.জি.ও. কর্মতৎপরতা আরও বৃদ্ধির ও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার ভুমিকা আরও জোরদার করতে হবে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও এন.জি.ও সমূহকে এজন্য

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ-প্রবাহ বৃদ্ধি করতে হবে এবং উল্লেখযোগ্য কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে হবে। এন.জি.ও. সমূহ কর্সংস্হান সৃষ্টি, শিক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়ন, প্রেষণা দান ও প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে মহিলাদের প্রয়োজনীয় ক্ষমতায়ন, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং রাজনীতিতে অংশগ্রহণের অগ্রগতি নিশ্চিত করতে পারে।

৪.চ. আন্তর্জাতিক সংস্হা সমূহের সিদ্ধান্তের যথাযথ বাস্তবায়ন

১৯৪৫ সালের জাতিসংঘ সনদ, ১৯৪৭ সালে রচিত নারী মর্যাদা বিষয়ক কমিশন গঠন, ১৯৪৮ সালে ঘোষিত সার্বজনীন মানবাধিকার সংক্রান্ত সনদ, ১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের সাধারণ সভায় স্বীকৃত নারীর প্রতি পুরনো ধ্যান-ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি সংক্রান্ত ঘোষনা এবং১৯৬৩-৮৫ পর্যন্ত বিভিন্ন সভায় ও ঘোষণায় মহিলাদের প্রতি প্রদর্শিত সকল বৈষম্য দূর করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

তাছাড়া, চীনের বেইজিং শহরে চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে নারী দশকে (১৯৭৬-১৯৮৫) রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের ক্ষেত্রে মহিলারা কতটা সফলতা অর্জন করেছে তা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশমালাও প্রনয়ন করা হয়েছে। সে আলোকে বাংলাদেশের মহিলাদের রাজনৈতিক অবস্হা পর্যালোচনা করতে হবে। বেইজিং সম্মেলনের প্রদত্ত সুপারিশমালা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক। সরকার, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল,

Dhaka University Institutional Repository

এন.জি.ও. এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনকে এক্ষেত্রে অগ্রনী ভুমিকা পালন করতে হবে।

৪.ন. প্রশিক্ষণ দান

মহিলাদেরকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দান আবশ্যক। বিশেষ করে বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক কর্মকান্ড সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির, সঠিকভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করার এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতির গুনগত পরিবর্তনের লক্ষ্যে এ প্রশিক্ষণ দান আবশ্যক। রাজনৈতিক সংস্কৃতির গুনগত পরিবর্তনের জন্য দলের নেতা-কর্মীদেরকেও শিক্ষা প্রদান করতে হবে যাতে করে মহিলাদের প্রতি মূল্যবোধ পরিবর্তিত হয়।

৪.ত. ব্যাপক গণ প্রচার

অন্যান্য অধিকারের মত রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কেও মহিলাদেরকে সচেতন করে তোলা উচিৎ। এজন্য বিভিন্ন শিক্ষামূলক কর্মসূচী, প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য প্রচেষ্টা সহ ব্যাপক প্রচার কাজও চালিয়ে যেতে হবে। কলামিষ্ট, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন গণ মাধ্যমে বক্তব্য প্রচার করে, সাক্ষাৎকার প্রচার করে ও লেখা-লেখি করে খুব সহজেই মহিলাদেরকে রাজনৈতিক ভাবে সচেতন করে তোলা এবং রাজনীতিতে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা যায়। পাশাপাশি সরকার, এন.জি.ও. এবং সমাজকর্মীদেরকেও এ ব্যাপারে ব্যাপক প্রচারনা চালিয়ে যাওয়া উচিৎ। রেডিও এবং টেলিভিশন কর্তৃপক্ষের নিজস্ব উদ্যোগেও

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাপক প্রচার চালিয়ে মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের মানসিকতা সৃষ্টি ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা যায়।

বিভিন্ন তথ্য, আলোচনা ও বিশ্লেষণের আলোকে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, দীর্ঘকাল ধরে আমাদের দেশে সুস্থ্য রাজনৈতিক পরিবেশ বিদ্যমান ছিল না এবং বাংলাদেশেব রাজনৈতিক নেতাদের সুস্পষ্ট কোন দিক নির্দেশনাও ছিল না। এজন্য সাধারণ জনগণ এদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বে বহুবার বিপথগামী হয়েছেন এবং ক্রমশঃ তারা রাজনীতিতে আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন। যার ফলে শুধু মহিলা নয় বহু পুরুষও রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ব্যাপারে তেমন উৎসাহিত হয়নি। তবে উল্লিখিত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হলে আরও অধিক সংখ্যক মহিলা রাজনৈতিক কর্মকান্ডে এগিয়ে আসবে। অবশ্য এসব পদক্ষেপ গ্রহণ ও নীতি সমূহের বাস্তবায়ন রাতারাতি সম্ভব নয়। অভিষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য ধীরে ধীরে এগিয়ে যাওয়ার নীতি অনুসরন করতে হবে। তবেই অধিক সংখ্যক মহিলা রাজনৈতিক কর্মকান্ডে নিজেদেরকে আত্মনিয়োগে এগিয়ে আসবে এবং মহিলাদের রাজনীতি চর্চার সুস্থ্য পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

তছাড়া, দেশের মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সরকারকে বিভিন্ন রকম মৌলিক ও বৈপ্লবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যেমন, প্রয়োজনীয় আইন প্রনয়ন, আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন, রাজনৈতিক দলে সহজে সদস্য পদ প্রদান, সামাজিকভাবে প্রেষণা দান, রাজনৈতিক দলের নির্বাহী পদে মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত করণের উপর গুরুত্ব প্রদান, নির্বাচনে অধিক সংখ্যক মহিলা

Dhaka University Institutional Repository

প্রার্থী মনোনয়নদান ইত্যাদি। মহিলাদের এসব রাজনৈতিক ও অন্যান্য আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির জন্য সকল ইতিবাচক কার্যকরী পদক্ষেপ তাদের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও নিশ্চিত করবে এবং আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করবে। যেহেতু পর পর দু'টি সরকারের প্রধানই মহিলা এবং বিরোধী দলের নেত্রীও মহিলা সেহেতু এমনটি আশা করা যেতে পারে যে, তাঁরাই মহিলাদের অসুবিধা, মহিলাদের প্রতি অন্যায়, অবিচার ও বৈষম্য, সম অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া ও পুরুষ শাসিত সমাজে মহিলাদের অসহায়ত্ব উপলব্ধি করবেন এবং নেত্রীদ্বয় মহিলাদের ন্যায্য অধিকার ও যোগ্যতার মূল্যায়ন করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন এবং মহিলাদের প্রতি সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেবেন। তাহলেই মহিলাদের একটা বিরাট অংশ ভবিষ্যতে দেশের রাজনীতি ও উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারবে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ফেব্রুয়ারী ১৪, ১৯৯৭, পৃঃ২।

২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ফেব্রুয়ারী ১৬, ১৯৯৭, পৃঃ ১৫।

৩. Dr. Maliha Khatun, "Role of Women Activities for the Development of Bangladesh", *Bangladesh Quarterly*, Vol. 14, No.4(Rainy), June 1994, p.24

৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ফেব্রুয়ারী ১৫, ১৯৯৭, পৃঃ ১।

৫. ডঃ সাহেদা ওবায়েদ, "প্রশাসন ও সক্রিয় রাজনীতিতে আজকের নারী", *রোববার*, মে ৪, ১৯৯৭, পৃঃ ৩৩।

৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪।

৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪।

৮. হাসনা বেগম, "আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক নারী ফেডারেশনের ইতিহাস ও কর্মসূচী", *নারী জাগরন ও মুক্তি*, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ঢাকা, জুন ১৯৮৬, পৃঃ৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় ৫

সারমর্ম ও উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান গবেষণা থিসিসে বাংলাদেশের মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বিশেষ করে স্বাধীনতার পূর্বের ও পরের এরূপ অশগ্রহনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। একই সাথে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামো এবং বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সমস্যা ও সেসব সমস্যার সমাধানের উপর মোটামুটি আলোচনা করা হয়েছে।

বর্তমান গবেষণার আলোকে একথা বলা যায় যে, একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে এসে আজ আর মহিলাদেরকে অবলা বলে দূরে সরিয়ে রাখা যাবে না। কেননা, আজকের মহিলারা ইতোমধ্যেই নিজেদেরকে সকল কাজেই যোগ্য বলে প্রমান করেছে। ভবিষ্যতেও মহিলাদের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ নিশ্চিত করতে পারলে তারা প্রমান করতে পারবে যে, তাদের যোগ্যতা পুরুষদের সমানই। তবে জাতীয় নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগের মত প্রাথমিক রাজনৈতিক পর্যায়েও এদেশের মহিলারা এখনও পুরুষতন্ত্রের প্রভাব মুক্ত হতে পারেনি। সুতরাং বাংলাদেশের মহিলাদের সম্পূর্ন রাজনৈতিক ভাবে সচেতন হওয়া এবং সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার স্বপ্ন বাস্তবায়ন এখনও বহু অপেক্ষার দাবী রাখে। দলীয় কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের ব্যাপারে দলের কাঠামো ও পদ্ধতিতে মহিলাদের জন্য যে সকল বৈষম্য বিদ্যমান রয়েছে সেগুলো বিবেচনাপূর্বক দ্রুত সমাধান করা আবশ্যক। তাহলে দলের মধ্যে ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি হবে এবং মহিলারা দলীয় কর্মকান্ডে সরাসরি অংশগ্রহণে যথেষ্ট উৎসাহিত হবে। তাছাড়া "জাতীয় পর্যায়ে সংসদে মহিলাদের অংশগ্রহণ, দলীয় রাজনীতির মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় মহিলাদের অংশগ্রহণ, জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক পদ্ধতি ও চর্চায় প্রতিফলিত লিঙ্গ ভিত্তিক বৈষম্য এবং মহিলাদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের অন্তরায় হয়ে আছে যেসব জটিল বহুমাত্রিক সমস্যা সেগুলোর সমাধান খুঁজতে হবে।"[১]

Dhaka University Institutional Repository

আর রাজনীতিতে মহিলা ও পুরুষের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সমতা বিধানে সরকার মূল প্রেরণা ও প্রবক্তা হিসেবে কাজ করলে বিষয়টির বাস্তবায়ন সহজ ও নিশ্চিত হবে। সরকারকে মহিলাদের পক্ষে আইনের পরিবর্তন ঘটিয়ে, পৃষ্ঠপোষক হিসেবে কাজ করে, উন্নয়ন প্রকল্প প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন করে এবং গণ মাধ্যমসমূহে ব্যাপক প্রচারনা চালিয়ে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

জাতিসংঘের প্রাক্তন মহাসচিবের বক্তব্য মতে, "আইনের দৃষ্টিতে মহিলাদের সমতা অনেক দেশেই অর্জিত হয়েছে। কিন্তু সত্যিকার অর্থে এ সমতা এখনও সব দেশেই একটি কৌশলগত লক্ষ্য হিসেবে বজায় রয়েছে"[২] বাংলাদেশের সংবিধানেও মহিলারা জীবনের সর্বক্ষেত্রে সমান অধিকার ভোগ করবে সেকথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। Article 27 of the constitution has laid down that all citizens are equal before the law and are entitled to equal protection of law."[৩] কিন্তু আইনগতভাবে এ অধিকার নিশ্চিত করা হলেও বাস্তবে তারা পুরুষদের অধীনস্থ ছাড়া আর কিছুই নয়।

এতদসত্ত্বেও, প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণকারী মহিলাদের সংখ্যা নগন্য হলেও তা একেবারে শূন্যের কোঠায় নয়। আশার কথা হলো যে, ধীরে ধীরে এ সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সময়ের বিবর্তনের ধারায় ক্রমশঃ বাংলাদেশের মহিলারা শিক্ষিত ও সচেতন হচ্ছে, অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করছে, সামাজিক অগ্রগতিতে অবদান রাখছে, সাংস্কৃতিক চর্চায় আত্মনিয়োগ করছে এবং সাথে সাথে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের হার ও ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। With the passage of time female participation in politics is gradually growing."[৪]

Dhaka University Institutional Repository

আজ এদেশের মানুষ মহিলা নেতৃত্ব মেনে নিচ্ছে, মহিলাদেরকে লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলে ভোট দেওয়া শুরু করেছে এবং সরকারের শীর্ষ পদে মহিলাদের আসীন হওয়াকেও মেনে নিচ্ছে।

> The post of the premiership of the country is now run by a woman. Again, the opposition bench in our parliament is also led by a woman. A reasonable number of seats in our national Assembly is occupied by women".[৫]

আবার সরকার পরিবর্তনে ক্ষমতাসীন দলের ও ব্যক্তিদের পরিবর্তন হলেও রাষ্ট্রপ্রধান ও বিরোধী দলের নেতৃত্বে মহিলারাই রয়ে গেছেন। এ ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণে উৎসাহিত করবে। অদূর ভবিষ্যতে অসংখ্য মহিলার পদচারনায় মুখরিত হবে এদেশের রাজনৈতিক অঙ্গন সে আশা করা আজ আর অমূলক কিছু নয় বরং বস্তবতা। তবে একথা সত্য যে, Without a change in social structure and value system, merely the rise of a single women (or two women) to the highest position of the male dominated state and even a number of them here and there can not make any significant change in women's position".[৬]

কাজেই এ লক্ষ্যে যতটা সম্ভব সামাজিক কাঠামো ও মানবিক মূল্যবোধ, মহিলাদের প্রতি মনোভাব, অর্থনৈতিক অবস্থা ইত্যাদির পরিবর্তন আবশ্যক। অধিকন্তু সম্পদে মহিলাদের সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা, মহিলাদের কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি, ধর্মীয় গোড়ামী পরিহার, সার্বিকভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সরকারী সদিচ্ছা ও প্রচেষ্টা ইত্যাদির মাধ্যমে মহিলাদেরকে আতুর ঘর, রান্নাঘর ও তুচ্ছ কাজের বান্দীদশা জীবন থেকে বের করে এনে সমাজের বৃহৎ সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিসরে পুরুষদের সাথে সমভাবে দাড়ানোর অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। "মহিলারা

Dhaka University Institutional Repository

অন্য গ্রহ থেকে আগত অতিথি নয়।[৭] এ পৃথিবী পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে সকলেরই। সুতরাং জীবনের প্রতিটি কর্মকান্ডেই তারা অংশগ্রহণ করবে, দায়িত্ব পালন করবে এবং সুফল ভোগ করবে একথা আমাদের স্বীকার করে উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। একই সাথে আরও প্রয়োজন রাজনৈতিক ও সামাজিক শোষনের অবসান ঘটিয়ে মহিলাদের সম্পূর্ন সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর মত উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা। এজন্য বর্তমান গবেষণার সুপারিশের আলোকে যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। তাহলেই মহিলারা এবং সামগ্রিকভাবে সমাজ ব্যাপকভাবে উপকৃত হবে।

তবে আশার কথা যে, বর্তমান সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং ইতিবাচক পদক্ষেপ ইতোমধ্যেই সুফল বয়ে আনতে শুরু করেছে। ইউনিয়ন পরিষদে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ এ ধরণের পদক্ষেপের একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরন। বর্তমান সরকারের ১৯৯৭ সালের গ্রাম পরিষদ আইনও তৃনমূল পর্যায়ের লক্ষ লক্ষ মহিলাকে (প্রতি ওয়ার্ডে তিনজন করে মহিলা সদস্য) গ্রাম পরিষদে সংশ্লিষ্ট করবে এবং তাদেরকে সরাসরি রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ দিবে।তাছাড়া আবার জাতীয় উন্নয়ন নীতি ঘোষণা এবং সে উন্নয়ন নীতিতে মহিলাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ব্যাপক অংশগ্রহণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কাজেই আশা করা যায় যে, এ ধারা অব্যাহত থাকলে অদূর ভবিষ্যতে মহিলাদের শিক্ষা, সচেতনতা ও উন্নয়ন নিশ্চিত হবে এবং সর্বোপরি রাজনৈতিক কর্মকান্ডে ব্যাপক অংশগ্রহণ ঘটবে। তবে এ ব্যাপারে দেশের সকল রাজনৈতিক দল, রাজনৈতিক নেতা এবং সমাজকর্মীদেরকে এগিয়ে আসতে হবে এবং সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করতে হবে। অন্যথায় বাংলাদেশের রাজনীতিতে বা রাজনৈতিক কর্মকান্ডে মহিলারা অংশগ্রহণে তেমন উৎসাহিত হবে না।

Dhaka University Institutional Repository

একইভাবে উত্তর দাতারাও এরকম মতামত ব্যক্ত করেছেন যে, যদি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ধারা এবং সরকারী পদক্ষেপ ও উৎসাহ অব্যাহত থাকে তাহলে অবশ্যই মহিলারা রাজনৈতিক কর্মকান্ডে নিজেদেরকে আত্মনিয়োগ করবে এবং ভবিষ্যতে দেশ গড়ার কাজে নেতৃত্ব দিবে। মহিলারা আজ যেভাবে শিক্ষিত হচ্ছে, বিভিন্ন পেশায় অংশগ্রহণ করছে, রাজনীতি সচেতন হচ্ছে এবং একই সাথে সরকারের বিভিন্ন ইতিবাচক পদক্ষেপের অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছে তাতে এরকম আশা করা স্বাভাবিক যে, অদূর ভবিষ্যতে এদেশের মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হবে এবং তাদের অংশগ্রহণের হার ও মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৪ঠা ফাল্গুন, ১৪০৩ সাল, পৃঃ ১৫।

২. বিশেষ প্রতিবেদন, "বেইজিং বিশ্ব নারী সম্মেলনের অঙ্গীকার," *রোববার*, সেপ্টেম্বর ১০, ১৯৯৫, পৃঃ ২০।

৩. Editorial, "Women in Bangladesh", Observer Magazine, The *Bangladesh Observer*, August 25, 1995, p.4.

৪. A.K.M. Ahsan, Ullah, "Women's Status and their Socio-economic Position", *Evidence – A National Weekly*, Vol. 12, Issue 38, Nov. 3, 1994, p.24.

৫. প্রাগুক্ত।

৬. বিশেষ প্রতিবেদন, "বেইজিং বিশ্ব নারী সম্মেলনের অঙ্গীকার," *রোববার*, সেপ্টেম্বর ১০, ১৯৯৫, পৃঃ ২২।

৭. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

আলী, এম. এম., *ইউনিয়ন পরিষদ ম্যানুয়েল,* দ্বিতীয় সংস্করন, সিরাজ বুক সিন্ডিকেট, ঢাকা, ১৯৯৭।

আহমদ, আবুল মনসুর, *আমার - দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর,* নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, আগষ্ট ১৯৭৫।

আহমেদ, হাসিনা, ও সুরাইয়া বেগম, "বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলের মতাদর্শ ও আন্দোলনে নারী," *নারী প্রতিনিধিত্ব ও রাজনীতি,* মেঘনা গুহঠাকুরতা ও অন্যান্য সম্পাদিত, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জানুয়ারী ১৯৯৭।

আহাদ, অলি, *জাতীয় রাজনীতি ঃ ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৫,* বর্ণরূপ মুদ্রায়ন, ঢাকা।

কাদির, সৈয়দা রওশন, "স্থানীয় পর্যায়ে মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ প্রক্রিয়াঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা," *নারী ও রাজনীতি,* নাজমা চৌধুরী ও অন্যান্য সম্পাদিত, উইমেন ফর উইমেন — গবেষণা ও স্টাডি গ্রুপ, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৪।

----------------------, "পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনে মহিলা কমিশনারদের ভূমিকা," *ক্ষমতায়ন,* হামিদা আখতার বেগম সম্পাদিত, উইমেন ফর উইমেন — গবেষণা ও পাঠচক্র, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর, ১৯৯৬।

কেলি, রিটা মে, ও মেরী বুটিলিয়ার, *রাজনৈতিক নারীর অভ্যুদয় ঃ সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া ও ভূমিকা —দ্বন্দ্বের সমীক্ষা (অনুবাদ),* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ১৯৯১।

Dhaka University Institutional Repository

খানম, আয়শা, "আর্থ-সামাজিক কাঠামো ও নারী সমাজ," *নারী জাগরন ও মুক্তি*, ঢাকা, জুন ১৯৮৬।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ৩০শে এপ্রিল ১৯৯৬।

চৌধুরী, নাজমা, "রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণঃ প্রান্তিকতা ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা," *নারী ও রাজনীতি*, নাজমা চৌধুরী ও অন্যান্য সম্পাদিত, উইমেন ফর উইমেন — গবেষণা ও স্টাডি গ্রুপ, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৪।

বেগম, নাজমির নূর, *সামাজিক গবেষণা পরিচিতি*, নলেজ ভিউ, ঢাকা, ১৯৮৮।

বেগম, মালেকা, *বাংলার নারী আন্দোলন*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৮৯।

বেগম, সুরাইয়া, "রাষ্ট্রীয় মতাদর্শ এবং অংশগ্রহণের সংকটঃ পরিপ্রেক্ষিত নারী," *নারী প্রতিনিধিত্ব ও রাজনীতি*, মেঘনা গুহঠাকুরতা ও অন্যান্য সম্পাদিত, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জানুয়ারী ১৯৯৭।

বেগম, হাসনা, "আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক নারী ফেডারেশনের ইতিহাস ও কর্মসূচী," *নারী জাগরন ও মুক্তি*, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ঢাকা, জুন ১৯৮৬।

ভূঁইয়া, আবুল হোসেইন আহমেদ, "নারী ও সমাজ : বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত," *ক্ষমতায়ন*, হামিদা আখতার বেগম সম্পাদিত, উইমেন ফর উইমেন — গবেষণা ও পাঠচক্র, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ১৯৯৬।

হোসেন, মোঃ ফেরদৌস, "বাংলাদেশর নারীদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থানঃ একটি বিশ্লেষণ," *বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা*, ৫ম খন্ড, বার্ষিক সংখ্যা, ১৩৯৪ (বাংলা)।

Dhaka University Institutional Repository

হোসেন, সৈয়দ আনোয়ার "সরোজিনী নাইডু ঃ উপমহাদেশে নারী-আন্দোলন ও ক্ষমতায়নের পথিকৃৎ," *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, পঞ্চদশ খন্ড, প্রথম সংখ্যা, জুন ১৯৯৭।

Begum, Hafiza, "Studies on Women in the Political Process– A Review," *The Journal of Social Studies*, Centre for Social Studies, No.80, April 1998.

Chaudhury, Rafiqul Huda, and Nilufer Raihan Ahmed, *Female Status in Bangladesh*, Bangladesh Institute of Development Studies, Dhaka, 1980.

Chowdhury, Nazma, "Women's Participation in Politics: Marginalisation and Related Issues," in *Women and Politics*, Nazma Chowdhury and Others (eds.), Women for Women, Dhaka, November 1994.

Dandavate, P., "Women's Political Participation: Need for a Network," in *Women in Decision Making*, Ranjana Kumari (ed.), Vikas Publishing House Pvt. Ltd., New Delhi, 1997.

Duverger, Maurice, *The Political Role of Women*, UNESCO, Paris, 1955.

Ghosh, B. N., *Scientific Method and Social Research*, Sterling Publishers Private Limited, New Delhi, 1992.

Guhathakurta, Meghna, "The Women's Agenda and the Role of Political Parties," in *Women & Politics*, Nazma Chowdhury and others (eds.), Women for Women, Dhaka, November 1994.

Huq, Mufazzalul and Zarina Rahman Khan, *Women and Politics: Empowerment Issues*, Published Seminar Report, Women for Women, Dhaka, May 1995.

Islam, Mahmuda, *Whither Women's Studies in Bangladesh?, Women for Women, Dhaka, December 1994.*

Kabir, Farah, "Political Empowerment of Women: Equitable Society," in *Towards Beijing and Beyond: Women Shaping Policies in Areas of Concern*, Khaleda Salahuddin and Ishrat Shamim (eds.), Centre for Women and Children Studies, Dhaka, August 1995.

Khan, Md. Abdur Rahim, "*Women in Bangladesh: State Policy and State Action,*" M.Sc. Thesis, University of Bradford, UK, September 1990.

Khan, Zarina Rahman, *Women Work and Values: Contradictions in the Prevailing Notion's and the Realities of Women's Lives in Rural Bangladesh,* Centre for Social Studies, Dhaka University, January 1992.

Khatun, Dr. Maliha, "Role of Women Activities for the Development of Bangladesh," *Bangladesh Quarterly*, Vol. 14, No.4, June 1994.

Mannan, M.A., *Status of Women in Bangladesh : Equality of Rights– Theory and Practice,* Unpublished Research Report, Bangladesh Institute of Development Studies, Dhaka, December 1989.

Dhaka University Institutional Repository

Muhit, M.A., *Emergence of a New Nation*, Bangladesh Books International Ltd. Dhaka, 1978.

Salahuddin, Khaleda, "*Women's Political Participation: Banglades,*", in *Women in Politics and Bureaucracy*, Women for Women, Dhaka, February 1995.

Sayeed, B. Khalid, *Pakistan: The Formative Phase*, Oxford University Press, London, 1966.

............................, *The Political System of Pakistan*, Oxford University Press, Dhaka, 1967.

Qadir, Sayeda Rowshan, "Women in Politics and Local Bodies in Bangladesh," *The Journal of Political Science Association*, 1988.

Varma, Sudhir, *Women's Struggle for Political Space*, Rawat Publications, Jaipur and New Delhi, 1997.